# অধ্যায় ৩

# বাগ্‌ধারা

## সৃষ্টিশীল জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন: পাঠ-অধ্যয়নের প্রত্যাশিত প্রাপ্তি

• বাগ্‌ধারা পরিচিতি • বাগ্‌ধারার সংজ্ঞার্থ • বাগ্‌ধারার প্রয়োজনীয়তা • বাক্যে বাগ্‌ধারার ব্যবহার।

**বাগধারার উৎপত্তি**

বাগধারা কোনো কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি নয়। মানুষের দীর্ঘদিনের জীবন–অভিজ্ঞতা, সামাজিক সম্পর্ক, কর্মজীবন, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও কল্পনাশক্তির মধ্য থেকে বাগধারার জন্ম হয়েছে। একটি সমাজের মানুষের জীবনযাত্রা, চিন্তাভাবনা, অনুভূতি ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বাগধারার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। এ কারণে বাগধারাকে একটি জাতির ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা হয়।

বাংলা বাগধারার উৎপত্তির পেছনে প্রধানত লোকজ জীবন ও সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার প্রভাব রয়েছে। গ্রামীণ সমাজের কৃষিকাজ, নদী–নালা, পশুপাখি, প্রকৃতি, পারিবারিক সম্পর্ক এবং দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে অসংখ্য বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, 'গোড়ায় গলদ' বাগধারাটি কোনো কাজের শুরুতেই ত্রুটি থাকার ধারণা থেকে এসেছে। আবার 'হাত গুটিয়ে বসে থাকা' মানুষের কর্মবিমুখ অবস্থাকে প্রকাশ করে। ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনিও বাংলা বাগধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিভিন্ন পুরাণ, ধর্মীয় আখ্যান ও ঐতিহাসিক ঘটনা মানুষের ভাষায় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, 'অকাল কুষ্মা-', 'লক্ষ্মীছাড়া' ইত্যাদি বাগধারার পেছনে সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে।

ইতিহাস ও সামাজিক ঘটনাও বাগধারা সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছে। কোনো বিশেষ ঘটনা বা চরিত্র মানুষের মনে গভীর প্রভাব ফেললে তা পরবর্তী সময়ে রূপক অর্থে ভাষায় ব্যবহৃত হতে থাকে। এভাবেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে সামাজিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়ে বাগধারার রূপ লাভ করে।

সাহিত্যও বাগধারার অন্যতম উৎস। কবি–সাহিত্যিকেরা ভাষাকে প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করার জন্য নতুন নতুন শব্দগুচ্ছ সৃষ্টি করেছেন, যা পরবর্তীকালে সাধারণ মানুষের ভাষায় প্রচলিত হয়েছে। এভাবে বাগধারা কেবল ভাষার অংশ নয়, বরং একটি জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনবোধের স্মারক।

৩. বাগধারার গঠনগত বৈশিষ্ট্য

বাগধারা মূলত একাধিক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশেষ শব্দগুচ্ছ। তবে এটি সাধারণ শব্দসমষ্টির মতো নয়। এর প্রতিটি শব্দের নিজস্ব অর্থ থাকলেও পুরো শব্দগুচ্ছ একটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাগধারা ভাষায় স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে।

বাগধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর স্থিরতা। বাগধারার শব্দগুলো সাধারণত নির্দিষ্ট বিন্যাসে ব্যবহৃত হয়। শব্দ পরিবর্তন করলে অনেক সময় এর অর্থ বা সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। যেমন, 'মুখে কুলুপ আঁটা' একটি প্রচলিত বাগধারা। এখানে শব্দগুলোর নির্দিষ্ট ব্যবহারই বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।

বাগধারা সাধারণত দুই বা ততোধিক শব্দ নিয়ে গঠিত হয়। এগুলো কখনো ক্রিয়াভিত্তিক, কখনো বিশেষ্যভিত্তিক, আবার কখনো বিশেষণধর্মী হতে পারে। যেমন:

ক্রিয়াভিত্তিক: কান পাতা, হাত গুটিয়ে বসা।

বিশেষ্যভিত্তিক: চোখের মণি, মুখের কথা।

বিশেষণধর্মী: মেঘ না চাইতেই জল, অকাল কুষ্মা-।

বাগধারার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, এর অর্থ শব্দগুলোর সরাসরি অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যেমন, 'নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো' বলতে নাকে সত্যিই তেল দেওয়াকে বোঝায় না; এর অর্থ হলো নিশ্চিন্তে বা অচেতনভাবে ঘুমানো। এছাড়া বাগধারার মধ্যে ভাষার কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে। অল্প শব্দে গভীর ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাই বাগধারাকে সাধারণ শব্দগুচ্ছ থেকে আলাদা করেছে।

**বাগধারার অর্থগত বৈশিষ্ট্য**

বাগধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর বিশেষ অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা। বাগধারার অর্থ সাধারণত আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা যায় না। এর অর্থ বুঝতে হলে শব্দগুচ্ছের অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করতে হয়।

বাগধারার অর্থ প্রধানত তিনভাবে প্রকাশিত হয়:

ক. আক্ষরিক অর্থ

কিছু কিছু বাগধারার ক্ষেত্রে শব্দের বাহ্যিক অর্থের সঙ্গে মূল অর্থের কিছুটা সম্পর্ক থাকে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে।

খ. রূপক অর্থ

অধিকাংশ বাগধারা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোনো একটি দৃশ্য বা ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনো ভাবের তুলনা করে বিশেষ অর্থ সৃষ্টি করা হয়।

যেমন:

'চোখে ধুলো দেওয়া' বলতে চোখে ধুলো দেওয়া নয়, বরং প্রতারণা করাকে বোঝায়।

গ. ব্যঞ্জনার্থ

অনেক বাগধারা সরাসরি কিছু না বলে ইঙ্গিতের মাধ্যমে বিশেষ ভাব প্রকাশ করে। এ ধরনের অর্থকে ব্যঞ্জনার্থ বলা হয়।

যেমন:

'মুখে ছাই দেওয়া' বলতে অপমানিত বা লজ্জিত হওয়ার ভাব প্রকাশ করে।

বাগধারার অর্থ নির্ভর করে তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর। একই বাগধারা ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভাব প্রকাশ করতে পারে। তাই বাগধারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গ সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি।

**বাগধারার শ্রেণিবিভাগ**

বাগধারাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। বিষয় ও উৎস অনুসারে বাংলা বাগধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণি নিচে আলোচনা করা হলো।

ক. অঙ্গভিত্তিক বাগধারা

মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গের নাম ব্যবহার করে অসংখ্য বাগধারা গঠিত হয়েছে।

যেমন:

চোখে ধুলো দেওয়া = প্রতারণা করা।

মুখে কুলুপ আঁটা = নীরব থাকা।

হাত গুটিয়ে বসা = নিষ্ক্রিয় থাকা।

খ. প্রাণীভিত্তিক বাগধারা

বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে।

যেমন:

বাঘের বাচ্চা = সাহসী ব্যক্তি।

গোরুর গাড়ি = ধীরগতি।

গ. প্রকৃতিভিত্তিক বাগধারা

প্রকতি, নদী, আকাশ, মাটি, পানি ইত্যাদি বিষয় থেকে অনেক বাগধারা এসেছে।

যেমন:

আকাশ কুসুম কল্পনা = অবাস্তব চিন্তা।

জলে কুমির ডাঙায় বাঘ = উভয় সংকট।

ঘ. পেশাভিত্তিক বাগধারা

মানুষের বিভিন্ন পেশা ও কর্মজীবন থেকেও বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে।

SINCE 1993 NABARUN PUBLICATION

যেমন:
গোলমাল পাকানো।
হাতে খড়ি হওয়া।
ঙ. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাগধারা
সমাজের রীতি, আচরণ ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা থেকে এসব বাগধারা সৃষ্টি হয়েছে।
যেমন:
ঘরের শত্রু বিভীষণ = নিজের লোকের ক্ষতি করা।
এক ঢিলে দুই পাখি মারা = এক কাজে দুই উদ্দেশ্য সফল করা।
৬. বাগধারার ভাষাগত গুরুত্ব
বাগধারা ভাষার সৌন্দর্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে। এটি শুধু শব্দের অলংকার নয়, বরং ভাবপ্রকাশের একটি কার্যকর মাধ্যম। সাধারণ বক্তব্যকে বাগধারা অনেক বেশি আকর্ষণীয়, প্রাণবন্ত ও অর্থবহ করে তোলে।

প্রথমত, বাগধারা ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করে। দীর্ঘ ব্যাখ্যার পরিবর্তে একটি বাগধারা অল্প কথায় গভীর অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বাগধারা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সাহিত্য, বক্তৃতা, সংবাদ প্রতিবেদন ও দৈনন্দিন কথোপকথনে যথাযথ বাগধারা ব্যবহারে বক্তব্য আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, বাগধারা মানুষের অনুভূতি প্রকাশের শক্তি বৃদ্ধি করে। আনন্দ, দুঃখ, রাগ, বিস্ময়, ব্যঙ্গ, প্রশংসা ইত্যাদি নানা অনুভূতি বাগধারার মাধ্যমে সহজে প্রকাশ করা যায়।

চতুর্থত, বাগধারা একটি জাতির সংস্কৃতি ও জীবনধারার পরিচয় বহন করে। একটি ভাষার বাগধারার মধ্যে সেই ভাষাভাষী মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটে।

সর্বোপরি, বাগধারা ভাষাকে জীবন্ত, শক্তিশালী ও সৌন্দর্যম-িত করে। তাই ভাষার শুদ্ধ ও কার্যকর ব্যবহারের জন্য বাগধারার জ্ঞান ও যথাযথ প্রয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই অংশটি মূল অধ্যায়ের তাত্ত্বিক আলোচনা হিসেবে রাখা যাবে। এরপর আলাদা অংশে ”বাংলা ভাষার নির্বাচিত বাগধারা: অর্থ ও বাক্যে প্রয়োগ” দিলে অধ্যায়টি একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে।

## সাহিত্যে বাগধারার ব্যবহার

সাহিত্য ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশভঙ্গি। সাহিত্যে ভাব, অনুভূতি ও কাহিনিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে বাগধারার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন দক্ষ সাহিত্যিক সাধারণ বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও গভীর অর্থবহ করার জন্য বাগধারা ব্যবহার করেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বাগধারার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনিতে বাগধারা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে কথ্যভাষার স্বাভাবিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে বাগধারার ভূমিকা অনন্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীনসহ অসংখ্য সাহিত্যিক তাঁদের রচনায় বাগধারা ব্যবহার করেছেন। এর ফলে চরিত্রের বক্তব্য আরও স্বাভাবিক হয়েছে এবং সমাজজীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

সাহিত্যে বাগধারার ব্যবহার শুধু ভাষার সৌন্দর্যের জন্য নয়, বরং চরিত্রের মানসিকতা, সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো গ্রামীণ চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত বাগধারা তার জীবনধারা ও পরিবেশকে সহজেই তুলে ধরতে পারে।

**বাগধারা ও প্রবাদ–প্রবচনের সম্পর্ক ও পার্থক্য**

বাগধারা ও প্রবাদ–প্রবচন উভয়ই ভাষার গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। উভয়ের মধ্যেই রূপক অর্থ, অভিজ্ঞতা ও ভাষার সৌন্দর্য প্রকাশের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এদের প্রকৃতি ও ব্যবহারে পার্থক্য রয়েছে।

বাগধারা সাধারণত একটি শব্দগুচ্ছ, যা বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন, ‘চোখে ধুলো দেওয়া’ অর্থ প্রতারণা করা।

অন্যদিকে, প্রবাদ–প্রবচন সাধারণত একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য, যা কোনো অভিজ্ঞতা, শিক্ষা বা জীবনসত্য প্রকাশ করে। যেমন, 'অতি লোভে তাতি নষ্ট'।

বাগধারার মূল উদ্দেশ্য হলো ভাষাকে চিত্রময় ও আকর্ষণীয় করা, আর প্রবাদ–প্রবচনের উদ্দেশ্য হলো কোনো শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা। তাই উভয়ই ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেও তাদের ভূমিকা ভিন্ন।

**বাগধারা ব্যবহারের নিয়ম**

বাগধারা ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেও এর ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ভুল স্থানে বা ভুল অর্থে বাগধারা ব্যবহার করলে বক্তব্যের সৌন্দর্য নষ্ট হয় এবং অর্থ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।

বাগধারা ব্যবহারের প্রধান নিয়মগুলো হলো–

প্রথমত, প্রসঙ্গ অনুযায়ী বাগধারা ব্যবহার করতে হবে।

যে পরিস্থিতিতে যে বাগধারা উপযুক্ত, সেখানে সেটিই ব্যবহার করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, বাগধারার শব্দ পরিবর্তন করা উচিত নয়।

কারণ বাগধারার নির্দিষ্ট শব্দবিন্যাসই তার বিশেষ অর্থ সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, অতিরিক্ত বাগধারা ব্যবহার পরিহার করতে হবে।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার ভাষাকে কৃত্রিম করে তুলতে পারে।

চতুর্থত, প্রমিত ভাষায় প্রচলিত বাগধারা ব্যবহার করা উচিত।

আঞ্চলিক বা অপ্রচলিত বাগধারা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠকের বোধগম্যতার বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি।

**বাগধারার প্রচলিত ভুল ও শুদ্ধ ব্যবহার**

ভাষার ব্যবহারে অনেক সময় বাগধারা ভুলভাবে লেখা বা বলা হয়। এতে ভাষার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়। তাই বাগধারার শুদ্ধ রূপ জানা প্রয়োজন।যেমন–

ভুল: চোখে বালি দেওয়া

শুদ্ধ: চোখে ধুলো দেওয়া

ভুল: হাত পা গুটিয়ে নেওয়া (অপ্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে)

শুদ্ধ: হাত গুটিয়ে বসা

ভুল: মাথা খাওয়া

শুদ্ধ: মাথা খাওয়া (সঠিক হলেও প্রসঙ্গ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে)

বাগধারার ক্ষেত্রে শুধু শব্দ জানা যথেষ্ট নয়; এর প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা থাকাও জরুরি।

**একই অর্থ প্রকাশকারী একাধিক বাগধারা**

বাংলা ভাষায় একই ভাব প্রকাশের জন্য একাধিক বাগধারা ব্যবহৃত হয়। এতে ভাষার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি পকাশ পায়।

যেমন, প্রতারণা বোঝাতে–

* চোখে ধুলো দেওয়া।
* ধোঁকা দেওয়া।
* বোকা বানানো।

অত্যন্ত আনন্দ বোঝাতে–

* আনন্দে আত্মহারা হওয়া।
* খুশিতে আটখানা হওয়া।

অত্যন্ত রাগ বোঝাতে–

* আগুন হয়ে যাওয়া।
* চোখ রাঙানো।

একই অর্থের একাধিক বাগধারা জানা থাকলে ভাষার প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

**বিপরীত ভাব প্রকাশকারী বাগধারা**

কিছু বাগধারা পরস্পর বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। এগুলো ভাষার অর্থগত বৈচিত্র্য বোঝাতে সহায়তা করে।

যেমন–

NABARUN PUBLICATION

হাত গুটিয়ে বসা – নিষ্ক্রিয় থাকা।
হাত লাগানো – কাজে যুক্ত হওয়া।
মুখ খোলা – কথা বলা।
মুখে কুলুপ আঁটা – নীরব থাকা।
এ ধরনের বাগধারা শিক্ষার্থীদের শব্দ ও অর্থের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

১৪. বাংলা ও ইংরেজি বাগধারার তুলনা

পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই বাগধারার ব্যবহার রয়েছে। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার বাগধারার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ভাবগত মিল দেখা যায়।

যেমন–
বাংলা: চোখে ধুলো দেওয়া।
ইংরেজি: To pull someone's leg (প্রসঙ্গভেদে প্রতারণা/ঠাট্টা করা)।
বাংলা: এক ঢিলে দুই পাখি মারা।
ইংরেজি: To kill two birds with one stone.
তবে ভাষার সংস্কৃতি ও জীবনধারার পার্থক্যের কারণে প্রতিটি ভাষার বাগধারায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে।

**আঞ্চলিক বাগধারা**

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, পেশা ও সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে আঞ্চলিক বাগধারার সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামীণ জীবন, কৃষিকাজ, নদী, নৌকা, প্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এসব বাগধারা গড়ে উঠেছে।

আঞ্চলিক বাগধারা একটি অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এগুলো সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা ভাষা গবেষণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**বাংলা বাগধারার ঐতিহাসিক বিকাশ**

বাংলা বাগধারার ইতিহাস বাংলা ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, লোকসাহিত্য ও মধ্যযুগীয় কাব্যে বাগধারার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তিতে বাগধারার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক যুগে সংবাদপত্র, সাহিত্য ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে বাগধারার ব্যবহার আরও বিস্তৃত হয়েছে।

অভিধান ও গবেষণায় বাগধারা

বাগধারা ভাষা গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষাবিদেরা বাগধারার উৎস, অর্থ, ব্যবহার ও পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেন।

বাগধারা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন অভিধান ও গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ ভাষার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**বর্তমান সময়ে নতুন বাগধারা**

সমাজ ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতেও পরিবর্তন আসে। আধুনিক জীবন, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রভাবে নতুন নতুন শব্দগুচ্ছ তৈরি হচ্ছে, যেগুলো ভবিষ্যতে বাগধারার রূপ নিতে পারে। ভাষা একটি জীবন্ত বিষয়। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে বাগধারার ব্যবহারও পরিবর্তিত হয়।

**বাগধারা শেখার গুরুত্ব**

বাগধারা শেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়। তারা ভাষার সূক্ষ্ম অর্থ বুঝতে শেখে এবং সুন্দরভাবে ভাব প্রকাশের দক্ষতা অর্জন করে। শিক্ষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, বক্তৃতা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাগধারার জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

## বাগধারা ও প্রবাদ–প্রবচনের পার্থক্য

বাংলা ভাষার সৌন্দর্য ও ভাবপ্রকাশে বাগধারা এবং প্রবাদ–প্রবচনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ দুটি ভাষার অলংকার হলেও এদের গঠন, অর্থ, ব্যবহার এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অনেকেই বাগধারা ও প্রবাদ–

প্রবচনকে একই মনে করেন। কিন্তু ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এরা দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। বাগধারা হলো এমন একটি শব্দগুচ্ছ বা পদসমষ্টি, যার অর্থ পৃথক পৃথক শব্দের আক্ষরিক অর্থ থেকে বোঝা যায় না। বরং পুরো শব্দগুচ্ছটি একটি বিশেষ বা রূপক অর্থ প্রকাশ করে। বাগধারা সাধারণত কোনো বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং ভাষাকে সংক্ষিপ্ত, প্রাণবন্ত ও সৌন্দর্যম-িত করে তোলে। যেমন, 'চোখে ধুলো দেওয়া' অর্থ প্রতারণা করা, 'হাত গুটিয়ে বসে থাকা' অর্থ নিষ্ক্রিয় থাকা এবং 'মাথায় হাত পড়া' অর্থ বিপদে পড়া। এসব বাগধারার প্রকৃত অর্থ শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে মিলিয়ে বোঝা যায় না।

অন্যদিকে, প্রবাদ–প্রবচন হলো মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, জীবনবোধ, নৈতিক শিক্ষা কিংবা সামাজিক সত্যের সংক্ষিপ্ত ও অর্থবহ প্রকাশ। এটি সাধারণত একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং কোনো শিক্ষা, উপদেশ বা বাস্তব সত্য প্রকাশ করে। যেমন, 'অতি লোভে তাতি নষ্ট', 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' এবং 'একতাই বল'। প্রতিটি প্রবাদের মধ্যেই একটি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য বা শিক্ষণীয় বক্তব্য নিহিত থাকে।

বাগধারা ও প্রবাদ–প্রবচনের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো, বাগধারা সাধারণত একটি শব্দগুচ্ছ, কিন্তু প্রবাদ–প্রবচন একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য। বাগধারা বাক্যের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, পক্ষান্তরে প্রবাদ–প্রবচন অনেক সময় একটি স্বতন্ত্র বাক্য হিসেবেই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করতে পারে। বাগধারার উদ্দেশ্য মূলত ভাষাকে চিত্রময়, সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় করা, আর প্রবাদ–প্রবচনের উদ্দেশ্য হলো মানুষের অভিজ্ঞতা, নৈতিক শিক্ষা, উপদেশ কিংবা জীবনদর্শন প্রকাশ করা। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো, বাগধারার অর্থ রূপক বা লক্ষণার্থে ব্যবহৃত হয়। পৃথক শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে এর প্রকৃত অর্থ বোঝা যায় না। কিন্তু প্রবাদ–প্রবচনের অর্থ পুরো বাক্যের মধ্যেই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা সাধারণত কোনো বাস্তব অভিজ্ঞতা বা সার্বজনীন সত্যের প্রতিফলন ঘটায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'চোখে ধুলো দেওয়া' একটি বাগধারা। এটি কোনো ব্যক্তির চোখে সত্যিই ধুলো দেওয়াকে বোঝায় না; বরং প্রতারণা করাকে বোঝায়। আবার 'অতি লোভে তাতি নষ্ট' একটি প্রবাদ। এটি অতিরিক্ত লোভের ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে এবং একটি চিরন্তন শিক্ষা প্রদান করে।

সুতরাং, বাগধারা ও প্রবাদ–প্রবচন উভয়ই বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ হলেও তাদের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এক নয়। বাগধারা ভাষার প্রকাশকে আরও জীবন্ত, সাবলীল ও সৌন্দর্যম-িত করে, আর প্রবাদ–প্রবচন মানুষের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও জীবনদর্শনের সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর প্রকাশ ঘটায়। তাই বাংলা ভাষার যথাযথ ব্যবহার ও সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য বাগধারা ও প্রবাদ–প্রবচনের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

## বাক্যে বাগ্‌ধারার ব্যবহার

### অ

**অ আ ক খ** (প্রাথমিক জ্ঞান): যে গণিতের অ, আ, ক, খ বোঝেনা তাকে দিয়েছ বীজগণিতের অঙ্ক কষতে।

**অকালকুষ্মাণ্ড** (অকেজো বা অকর্মণ্য লোক): দুই দিনেও এই সামান্য কাজটা করে উঠতে পারলে না, এমনই অকালকুষ্মাণ্ড তুমি।

**অকালপক্ব** (ইঁচড়েপাকা): এমন অকালপক্ব ছেলেকে সবাই অপছন্দ করবে সেটাই তো স্বাভাবিক।

**অকালবোধন** (অসময়ে আরম্ভ করা কাজ): কার্তিক মাসেও বাজারে পাট শাক পাওয়া যায়, এ যে অকালবোধন।

**অকূল পাথার** (ভীষণ বিপদ): অকূল পাথারে স্রষ্টাই একমাত্র ভরসা।

**অকূলে কূল পাওয়া** (নিরুপায় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া): ছেলেটি চাকরি পাওয়ায় তার বিধবা মা অকূলে কূল পেলেন।

**অক্কা পাওয়া** (মারা যাওয়া): লোকটি অল্প বয়সে অক্কা পাওয়ায় পরিবারের সবাই খুবই ব্যথিত।

**অক্ষয় ভান্ডার** (অফুরন্ত): তার কি অক্ষয় ভান্ডার আছে, যে রাজ্যসুদ্ধ লোককে চিরদিন খাওয়াবে।

**অক্ষরে অক্ষরে** (হুবহু): তোমার ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

**অগস্ত্য যাত্রা** (চিরদিনের জন্য প্রস্থান বা চিরবিদায়): নরহত্যা করে এরশাদ শিকদার গ্রাম থেকে অগস্ত্য যাত্রা করেছে।

**অগাধ জলের মাছ** (সুচতুর ব্যক্তি): সরল মনের হলেও দীপক আসলে অগাধ জলের মাছ।

**অগ্নিপরীক্ষা** (কঠিন পরীক্ষা, ভীষণ সংকট): জাতিকে এ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেই হবে, ভয় পেলে চলবে না।

**অগ্নিশর্মা** (অতি ক্রুদ্ধ): শফিক সাহেব তার ছেলের কান্ড দেখে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন।

**অচল পয়সা** (অকেজো হয়ে পড়া, মূল্যহীন): দুঃস্থ মানুষ সমাজে আজও অচল পয়সার মতো।
**অথই জলে পড়া** (ভীষণ বিপদে পড়া): বাবার হঠাৎ মৃত্যুতে ছেলেটা অথই জলে পড়েছে।
**অদৃষ্টের পরিহাস** (ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা, বিড়ম্বনা): অদৃষ্টের পরিহাসে রাজাও ভিখারি হয়।
**অনধিকার চর্চা** (যে বিষয়ে তেমন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ): আবুলের অনধিকার চর্চার অভ্যাসটা আর গেল না।
**অনুরোধে ঢেঁকি গেলা** (অনুরোধে দুরূহ কাজ সম্পন্ন করা): অনুরোধে ঢেঁকি গেলা করিমের পক্ষে সম্ভব নয়।
**অন্তরটিপুনি** (অলক্ষ্যে অন্যের হৃদয়ে আঘাত দেওয়া): তুমি প্রত্যেক কথাতেই অন্তরটিপুনি দিতে ওস্তাদ।
**অন্ধকার দেখা** (হতাশ বা দিশেহারা হয়ে পড়া): বাবার মৃত্যুতে ছেলেটা অন্ধকার দেখতে লাগল।
**অন্ধকারে ঢিল মারা** (আন্দাজে কাজ করা): অন্ধকারে ঢিল মেরে কাজ করতে যেয়ো না, এতে সফল হবে না।
**অন্ধকারে থাকা** (কিছু না জানা): দেশে এত কিছু ঘটছে অথচ তুমি কিছুই জানো না, তুমি তো দেখছি একেবারে অন্ধকারে আছ।
**অন্ধ বিশ্বাস** (যুক্তিহীন/বিবেচনাহীন প্রবল বিশ্বাস): অন্ধ বিশ্বাস থেকেই কুসংস্কারের জন্ম হয়।
**অন্ধিসন্ধি** (গোপন তথ্য): আমি তোমার অন্ধিসন্ধি জেনে ফেলেছি।
**অন্ধের যষ্টি/নড়ি** (একমাত্র অবলম্বন): ছেলেটি বিধবার অন্ধের যষ্টি।
**অবরে-সবরে** (কদাচিৎ): অবরে-সবরে তার দেখা পাই, সে আজকাল খুব ব্যস্ত থাকে। *[ব. বো. '০৮]*
**অমাবস্যার চাঁদ** (দুর্লভ বস্তু): মোহনবাবু যেন অমাবস্যার চাঁদ হয়ে উঠেছেন, চাকরি পাওয়ার পর দেখাই যায় না।
**অমৃতে অরুচি** (মূল্যবান জিনিসের প্রতি অনীহা): এত ভালো সম্বন্ধটা হুট করে ছেড়ে দিলে, অমৃতে অরুচি ধরেছে নাকি?
**অরণ্যে রোদন** (নিষ্ফল অবেদন, বৃথা অনুনয়-বিনয়): তোমার মতো কৃপণের কাছে সাহায্য চাওয়া অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কী?
**অর্ধচন্দ্র** (গলা ধাক্কা) : বড়োলোক রহিম সাহেব চাকরটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে তাড়িয়ে দিলো।
**অলক্ষ্মীর দশা** (ভাগ্যহীনতা, দুর্দশা, দারিদ্র্য): ছেলেটা কিছুতেই দারিদ্র্য কাটিয়ে উঠতে পারছে না, ওকে যেন অলক্ষ্মীর দশায় পেয়েছে।
**অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী** (সামান্য বিদ্যায় অহংকার): কিছুই জানে না আবার দেমাগ দেখায়– এ যেন অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী।
**অহিনকুল সম্বন্ধ** (ভীষণ শত্রুতা): দুজনের মধ্যে এমনই অহিনকুল সম্পর্ক যে দেখা হলেই তুমুল ঝগড়া বেধে যায়।

## আ

**আঁতে ঘা** (মনে ব্যথা পাওয়া): সজল তোমার আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলেছে, তুমি কাপুরুষ বলে এখনো বসে আছ।
**আঁধার ঘরের মানিক** (প্রিয় বস্তু): বৃদ্ধ মায়ের আঁধার ঘরের মানিকটা হঠাৎ মারা গেছে।
**আকাট মূর্খ** (জ্ঞানহীন): শিক্ষিত লোকদের সাথে চলাফেরা করেও সে আকাট মূর্খই রয়ে গেল।
**আকাশকুসুম** (অলীক কল্পনা): মূর্খরাই আকাশকুসুম চিন্তা করে।
**আকাশ থেকে পড়া** (বিস্মিত হওয়া): মেয়ে ফেল করেছে শুনে মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন।
**আকাশ পাতাল** (প্রচুর): মিনা আর বুলবুলের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।
**আকাশ ফাটানো** (প্রচন্ড চিৎকার করা): এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমন আকাশ ফাটানো কি উচিত হচ্ছে?
**আকাশ ভেঙে পড়া** (ভীষণ বিপদ): মামলায় হারার ফলে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। *[চ. বো. '০১]*
**আকাশে তোলা** (অতিরিক্ত প্রশংসা করা): চাটুকাররা টাকাওয়ালা লোকদের কথায় কথায় আকাশে তোলে।
**আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া** (অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করা): চাকরির খবর পেয়ে সে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল।
**আক্কেল গুড়ুম** (হতবুদ্ধি অবস্থা): কথাটা শুনে আমার তো আক্কেল গুড়ুম।
**আক্কেল দাঁত** (বুদ্ধির পরিপক্বতা): এখনো তো তার আক্কেল দাঁতই ওঠেনি– সে রাজনীতির কী বুঝবে।
**আক্কেল সেলামি** (বোকামির দন্ড): বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে পঞ্চাশ টাকা আক্কেল সেলামি দিতে হলো।
**আখের গোছানো** (স্বার্থ হাসিল করা): দুর্নীতিবাজরা আখের গুছিয়ে নিলেও পার পাচ্ছে না।
**আগডুম বাগডুম** (অনাবশ্যক বকবক করা): আগডুম বাগডুম করে কী হবে, ক্ষমতা থাকে তো কাজটা করে দেখাও না।
**আগুন নিয়ে খেলা** (বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা): কর্মচারীরা মালিকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে যেন আগুন নিয়ে খেলছে।
**আগুন লাগা সংসার** (ক্ষয়িষ্ণু সংসার): আগুন লাগা সংসারে আর কি আশা করা যায়।

**আগুনে ঘি ঢালা** (উত্তেজনা বাড়ানো): রনি সাহেব আগুনে ঘি ঢালতে সিদ্ধহস্ত।
**আঙুল ফুলে কলাগাছ** (হঠাৎ বড়োলোক): রতন আর সে রতন নেই, কনট্রাক্টরি করে তার এখন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।
**আটকপালে** (হতভাগ্য): আমার মতো আটকপালের ভাগ্যে কি এ রকম চাকরি জুটবে?
**আটাশে ছেলে** (দুর্বল ও অক্ষম ছেলে): সে তো আর আটাশে ছেলে নয়, যে তোমাকে ভয় পাবে।
**আঠারো আনা** (ভীষণ সম্ভাবনা): পরীক্ষা ভালো দিয়েছে, সুতরাং ভালো ফল করার সম্ভাবনা আঠারো আনা।
**আঠারো মাসে বছর** (দীর্ঘসূত্রিতা): সরকারি অফিসে তো আঠারো মাসে বছর, কাজটা তাড়াতাড়ি হবে কী করে?
**আড়ি পাতা** (আড়াল থেকে গোপনে অন্যের কথা শোনা): আমাদের কথা শোনার জন্য আড়ি পেতেছিলে বুঝি?
**আদাজল খেয়ে লাগা** (দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাজে লাগা): পরীক্ষা পাশের জন্য সে এবার আদাজল খেয়ে লেগেছে।
**আদায়-কাঁচকলায়** (শত্রুভাবাপন্ন): কেউ কারও কথা সহ্য করতে পারে না, তাদের সম্পর্ক যেন আদায়–কাঁচকলায়।
**আদার ব্যাপারী** (নগণ্য লোক): আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর রাখা ঠিক নয়।
**আদিখ্যেতা** (ন্যাকামি): ছেলেটির আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়।
**আবোল-তাবোল বকা** (অর্থহীন বাচালতা): ও এত আবোল-তাবোল বকে যে মাথাটা গরম হয়ে যায়।
**আমড়া কাঠের ঢেঁকি** (অপদার্থ): ইফাত হচ্ছে ধনীর দুলাল, আমড়া কাঠের ঢেঁকি– ওকে দিয়ে কিছুই হবে না। *[রা. বো. '০১]*
**আমড়াগাছি করা** (তোষামোদ করে মাথায় তোলা): ও যতই আমড়াগাছি করুক আমি ভুলছি না।
**আমতা আমতা করা** (ইতস্তত করা): আমতা আমতা না করে সত্য কথা বলো।
**আমলে আনা** (গুরুত্ব দেওয়া): পুলিশ দরিদ্র লোকটির কোনো কথাই আমলে আনল না।
**আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ** (যা দিয়ে অসাধ্যসাধন করা যায়): এটি কী আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ যে রাতারাতি তোমাকে বড়োলোক করে দেবে।
**আলালের ঘরের দুলাল** (অতি আদরের নষ্ট পুত্র): এই আলালের ঘরের দুলালটি কষ্ট সহ্য করতে শেখেনি।
**আষাঢ়ে গল্প** (আজগুবি গল্প): অফিস কামাই করে তোমার আষাঢ়ে গল্প শুনতে আসিনি।
**আসমান জমিন ফারাক** (বিপুল ব্যবধান): ধনী ও গরিবের জীবনযাত্রায় আসমান জমিন ফারাক।
**আস্তানা গাড়া** (সাময়িকভাবে কোথাও থাকতে শুরু করা): রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসে আস্তানা গেড়েছে।
**আহামরি** (অতি উত্তম বা অত্যন্ত ভালো): জিনিসটা এমন কিছু আহামরি নয়।
**আহ্লাদে আটখানা** (আনন্দে আত্মহারা): মেয়ের পরীক্ষায় পাশের সংবাদে মা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল। *[ব. বো. '০১]*

## ই

**ইঁদুর কপালে** (নিতান্ত মন্দভাগ্য): রাজুর মতো ইঁদুর কপালে ছেলে আর দেখিনি।
**ইতরবিশেষ** (সামান্য পার্থক্য, ভেদাভেদ): দুইজনের শক্তির মধ্যে তেমন ইতরবিশেষ করা যায় না।
**ইদের চাঁদ** (আকাঙ্ক্ষিত বস্তু): অনেক দিন পর মা তার ছেলেকে পেয়ে যেন ইদের চাঁদ হাতে পেলেন।
**ইয়ার বকশি** (দোস্ত, বন্ধু): ইয়ার বকশিদের নিয়ে মজে থাকলে জীবনে বড়ো হওয়া যাবে না।
**ইলশেগুঁড়ি** (গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি): কদিনের ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

## উ

**উজানের কই** (সহজলভ্য): আমার সাফল্যকে উজানের কই ভেবো না, এর জন্য আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।
**উঠতে-বসতে** (যখন-তখন): উঠতে-বসতে বকা দেওয়া তার স্বভাব।
**উঠেপড়ে লাগা** (আপ্রাণ চেষ্টা): সাফল্যের শিখরে পৌঁছার আশায় পঙ্কজ উঠেপড়ে লেগেছে।
**উড়নচণ্ডী** (অমিতব্যয়ী): আমার ভাইটা তো উড়নচণ্ডী, নইলে এত রোজগারেও তার এমন হাল হবে কেন?
**উড়ুউড়ু করা** (অস্থিরতা প্রকাশ করা): শুভ সারাক্ষণ উড়ুউড়ু করে।
**উড়ে এসে জুড়ে বসা** (হঠাৎ উপস্থিত হওয়া): তুমি কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে হে বাপু।
**উড়ো কথা** (গুজব): উড়ো কথায় কান দিতে নেই।

**উড়োচিঠি** (বেনামি পত্র): ভয় দেখাবার জন্য একটা উড়োচিঠি লেখা হয়েছে।
**উত্তম-মধ্যম** (প্রহার): চোরটাকে ভালো রকম উত্তম-মধ্যম দিল।
**উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে** (একজনের অপরাধ অন্যজনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া): অসৎ লোকেরা বরাবরই উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাতে চায়।
**উনপঞ্চাশ বায়ু** (পাগলামি): চতুর্মুখী সংকটে পড়ে আসিফ সাহেবের মাথায় উনপঞ্চাশ বায়ু বইছে।
**উনপাঁজুরে** (দুর্বল প্রকৃতির): উনপাঁজুরে লোকের ভাগ্য সহজে ফেরে না।
**উনিশ-বিশ** (সামান্য পার্থক্য): দুই দলের খেলার মান প্রায় একই রকম, একটু উনিশ-বিশ আর কী।
**উপরি খরচ** (অতিরিক্ত ব্যয়): সংসারে উপরি খরচ থাকলে উন্নতি হয় না।
**উপরি পাওনা** (অবৈধ লাভ): দেশে বহু সৎ চাকরিজীবী আছেন যাঁরা উপরি পাওনার ধার ধারেন না।
**উভয় সংকট** (দুদিকেই বিপদ বা সমস্যা) : ছুটি নিলে কাজের বিরাট ক্ষতি, ছুটি না নিলে শরীর সারবে না; ভদ্রলোক এখন উভয় সংকটে পড়েছেন।
**উলুখাগড়া** (গুরুত্বহীন লোক): আমরা ভাই উলুখাগড়া আমাদের কথায় ওরা গুরুত্ব দেবেন কেন?
**উলুবনে মুক্তা ছড়ানো** (অপাত্রে মূল্যবান জিনিস প্রদান): তোমাকে উপদেশ দেওয়া আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানো একই কথা।

## এ

**এঁটে ওঠা** (সমানে পাল্লা দিতে পারা): মামুন খুব ধুরন্ধর, তার সাথে এঁটে ওঠা মুশকিল।
**এক কথার মানুষ** (যার কথার নড়চড় হয় না): তিনি এক কথার মানুষ, তার সিদ্ধান্তের কোনো পরিবর্তন হবে না।
**এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো** (একই স্বভাবের): আমরা বাঙালিমাত্রই ওই এক ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি।
**এক গোয়ালের গোরু** (একই দলভুক্ত): ওর কাছে প্রতিকার চেয়ে লাভ নেই ওরা সবাই এক গোয়ালের গোরু।
**একঘেয়ে** (বৈচিত্র্যহীন হওয়া): জীবনটা একঘেয়ে লাগছে।
**একচোখা** (পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতদুষ্ট): তার ওই একচোখা ব্যবহারের জন্যই সকলে তাকে অপছন্দ করে।
**এক ঢিলে দুই পাখি মারা** (একসাথে দুই কাজ সমাধা করা): গাইড হাউস মঞ্চে নাটক দেখব, সেই সাথে বাজারটাও সেরে নেব– এক ঢিলে দুই পাখি মারব আর কী!
**একতিল দাঁড়ানো** (মুহূর্ত অর্থে): এখানে আর একতিল দাঁড়াতে মন চায় না। *[ঢা. বো. '০৯; রা. বো. '০২]*
**এক নজর** (অতি অল্প সময়ের জন্য): ছেলেকে এক নজর দেখার জন্য বাবা এত দূর থেকে ছুটে এসেছে।
**এক মাঘে শীত যায় না** (বিপদ বারবার আসে): টাকা ধার নিয়ে তার আর দেখা নেই। আচ্ছা দেখা যাবে– এক মাঘে শীত যায় কি না।
**এক হাত দেখা** (প্রতিশোধ নেওয়া): অনেক সহ্য করেছি, আর নয়– এবার এক হাত দেখে নেব।
**একাই একশো** (সব দিক সামলাতে পারে এমন): ওকে সাহায্য করার কোনো দরকার হবে না, ও একাই একশো।
**একাদশে বৃহস্পতি** (সৌভাগ্যের বিষয়): তোমার পদোন্নতি হয়েছে, ছেলে চাকরি পেয়েছে, তোমার তো এখন একাদশে বৃহস্পতি।
**এলাহি কান্ড** (বিরাট আয়োজন): প্রকাশ বাবুর ছেলের বিয়েতে এক এলাহি কান্ড হয়েছিল।
**এলোপাথাড়ি** (এলোমেলোভাবে/বিশৃঙ্খলভাবে): বইগুলো এরকম এলোপাথাড়ি না রেখে সাজিয়ে রাখো।
**এসপার-ওসপার** (মীমাংসা): হয় কালই একটা এসপার-ওসপার করো, নইলে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।

## ও

**ওজন বুঝে কথা বলা** (সুচিন্তিতভাবে কথা বলা): ওজন বুঝে কথা বললে বিপদে পড়তে হয় না।
**ওজন বুঝে চলা** (নিজের সামর্থ্যানুযায়ী চলা): নিজের ওজন বুঝে চলার চেষ্টা করুন, না হলে বিপদে পড়বেন।
**ওত পাতা** (সুযোগের অপেক্ষায় থাকা): বিড়ালটা তখন থেকে মাছের জন্য ওত পেতে আছে।
**ওলাওঠা** (কলেরা রোগ): প্রতি গ্রীষ্মে গ্রামের অনেক লোক ওলাওঠায় মারা যায়।

**ওষুধে ধরা** (ওষুধে কার্যকর হওয়া, ওষুধ ফলপ্রদ হওয়া): এতদিন ধরে কেবল ভুগছে, কোনো ওষুধই ধরছে না।

## ক

**ক-অক্ষর গোমাংস** (একেবারে মূর্খ): ব্যাটা আসলে ক-অক্ষর গোমাংস– আবার হাতে মোটা বই নিয়ে ঘোরে।
**কংস মামা** (নির্মম আত্মীয়): দুঃখের দিনে কংস মামাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।
**কড়ায় গন্ডায়** (সম্পূর্ণ/পুরোপুরি): আমার পাওনা আমি কড়ায় গন্ডায় বুঝে নেব।
**কড়িকাঠ গোনা** (অনর্থক সময় ক্ষেপণ): বন্যার্তদের সাহায্যার্থে কড়িকাঠ না গুনে সকলেরই এগিয়ে আসা উচিত। *[দি. বো. '০৯]*
**কত ধানে কত চাল** (হিসেব করে চলা): সারা জীবন পিতার অন্ন ধ্বংস করেছো, পিতার মৃত্যুর পর বুঝবে কত ধানে কত চাল।
**কথা চালা** (রটনা করা): কথা চালার ফলে অনেক মিথ্যা খবরও মুখরোচক সংবাদ হয়ে দাঁড়ায়।
**কথা বেচে খাওয়া** (দালালি করা): তোমার মতো আমি কথা বেচে খাই না, সাবধানে কথা বলো।
**কথায় কথায়** (প্রসঙ্গক্রমে): কথায় কথায় ইয়াকুব তার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার ঘটনা বলল।
**কথায় চিড়ে ভেজা** (ফাকা বুলিতে কার্যসাধন): শুধু কথায় চিড়ে ভেজে না, তোমাকে কাজ করে দেখাতে হবে।
**কথার কথা** (গুরুত্বহীন কথা): এটা আমি কথার কথা বলেছি তাতেই তুমি মনে কষ্ট পেলে।
**কথার তুবড়ি** (ফাঁকা বুলি): কথার তুবড়ি তো বেশ, কাজে কতখানি তা–ই দেখবার বিষয়। *[চ. বো. '০১]*
**কপাল ফেরা** (সৌভাগ্য লাভ): লটারির টাকা পেয়ে লোকটির কপাল ফিরেছে।
**কপালের লিখন** (অলঙ্ঘনীয়): কপালের লিখন না যায় খণ্ডন।
**কলকাঠি নাড়া** (গোপনে কুপরামর্শ দেওয়া): কেউ হয়তো আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়াচ্ছে, শামীম নিজের বুদ্ধিতে এ কাজ করছে না।
**কলম পেষা** (একঘেয়ে কেরানির কাজ): জীবনের স্বাদ কিছুই পেলে না, সারাজীবন শুধু কলম পিষেই কাটিয়ে দিলে।
**কলমের খোঁচা** (লিখে ক্ষতি করা): সুদখোর মহাজনরা অনেক সময় কলমের খোঁচায় কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে দেয়।
**কলা দেখানো** (অবজ্ঞা, অমান্য করা): কমলাকান্ত আদালতের অসংগতিকে কলা দেখাল। *[সি. বো. '১০; চ. বো. '০৯]*
**কলির সন্ধ্যা** (দুঃখের শুরু): বাবা মারা যাওয়ায় সুমনের জীবনে হঠাৎ কলির সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো।
**কলুর বলদ** (একটানা খাটুনি): এ সংসারেতে কলুর বলদের মতো খেটে গেলাম কিন্তু কোনো ফল পেলাম না।
**কাঁচা পয়সা** (নগদ উপার্জন): কাঁচা পয়সার স্বাদ পেয়েছে– সহজে কি তা যায়?
**কাঁচা বাঁশে ঘুণ** (অল্প বয়সে নষ্ট): ছেলেটা যা দুষ্টু, এখন থেকে শাসন না করলে কাঁচা বাঁশেই ঘুণ ধরবে।
**কাঁচা হাত** (অপটু): তার কাজ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি এটি কাঁচা হাতের কাজ।
**কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা** (শত্রু দ্বারা শত্রু নাশ): চোরের সাহায্যেই আরেক চোর ধরেছি, যাকে বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
**কাঁঠালের আমসত্ত** (অসম্ভব বস্তু): তার আষাঢ়ে গল্পটা কাঁঠালের আমসত্ত্বের মতোই সবার নিকট উপভোগ্য হলো।
**কাকভূশণ্ডি** (দীর্ঘজীবী): চেয়ারম্যান সাহেব মানুষের ভালোবাসা ও দোয়ায় কাকভূশণ্ডি হয়েও সকলের সেবা করে যাচ্ছেন।
**কাছা ঢিলা** (অসাবধান): টাকা তো হারাবেই, যা কাছা ঢিলা লোক তুমি।
**কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা** (ব্যথার ওপরে ব্যথা): কাউকে ভর্ৎসনা করে তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেওয়া উচিত নয়।
**কাঠখড় পোড়ানো** (নানা রকম চেষ্টা ও পরিশ্রম): অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে চাকরিটা পেয়েছি।
**কাঠখোট্টা** (নীরস ও অনমনীয়): তোমার মতো এমন কাঠখোট্টা মানুষ আর দ্বিতীয়টি দেখিনি।
**কাঠের পুতুল** (নির্জীব, অসার): অমন কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে না থেকে কাজে লেগে যাও।
**কানকাটা** (বেহায়া): তার মতো কানকাটা লোক আর একটাও দেখা যায় না।
**কান খাড়া করা** (মনোযোগী হওয়া): শিক্ষকের কথা শোনার জন্য সবসময় কান খাড়া করে রাখবে।
**কানপাতলা** (সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ): অমল বাবু ভারি কানপাতলা লোক, তাঁকে সব কথা না বলাই ভালো।
**কান ভারী করা** (কুপরামর্শ দান): বড়ো সাহেবের কান ভারী করে বজলুল আমার প্রমোশনটা আটকে দিলো।
**কানে তুলা দেওয়া** (কর্ণপাত না করা): নিজের স্বার্থহানির কথায় তিনি কানে তুলা দিয়েছেন।
**কানে তোলা** (গুরুত্ব দেওয়া):আপনার এমন সর্বনাশ হতো না, যদি আমার কথা কানে তুলতেন।

**কালেভদ্রে** (কদাচিৎ): রাজনীতিবিদরা কালেভদ্রে সাধারণ মানুষের খোঁজখবর নিয়ে থাকেন।
**কুলকাঠের আগুন** (তীব্র জ্বালা): দিপুর কথার খোঁচায় আমার সারা দেহে কুলকাঠের আগুন জ্বলছে।
**কূপমন্ডূক** (ঘরকুনো, সীমাবদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন): তুমি তো কূপমন্ডূক, বাইরের জগৎ দেখা তোমার দ্বারা আর হবে না।
**কেঁচে গন্ডূষ** (পুনরায় শুরু করা): সারাদিন যা করেছ কিছুই হয়নি– কেঁচে গন্ডূষ করতে হবে তোমাকে।
**কেঁচো খুঁড়তে সাপ** (সামান্য থেকে অসামান্য পরিস্থিতি): ব্যাপারটা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলে শেষে দেখবে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেড়িয়ে গেছে।
**কেউকেটা** (গণ্যমান্য লোক): সেদিনের আড্ডায় অনেককেই দেখলাম কিন্তু কেউকেটাদের তো দেখা গেল না।
**কেতাদুরস্ত** (পরিপাটি): এ লোকটির কেতাদুরস্ত চালচলন লক্ষ করে কি বোঝা যায় যে সে একটা মূর্খ।
**কেষ্টবিষ্টু** (গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি): দলীয় সম্মেলনে কেষ্ট বিষ্টুরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
**কোণঠাসা করা** (বেকায়দায় ফেলা): সকলে চক্রান্ত করে তাকে কোণঠাসা করে ফেলল।
**কোমর বেঁধে লাগা** (দৃঢ় সংকল্প করা): পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য হাসান কোমর বেঁধে লেগেছে।
**ক্যাবলা হাকিম** (অনভিজ্ঞ): তনুর মতো ক্যাবলা হাকিম দিয়ে এ কাজ হবে না।

**খ**

**খড়ি পাতা** (জ্যোতিষীর গণনা): খড়ি পেতে এবার তোমার ভাগ্য গণনা হবে।
**খন্ডকপাল** (দুর্ভাগ্য): আমাদের মতো খন্ডকপালে লোকের এত সুখ সইবে কেন?
**খন্ডপ্রলয়** (তুমুল কান্ড, ভীষণ ব্যাপার): সামান্য একটা আমগাছ নিয়ে দুভাইয়ে যেন একটা খন্ডপ্রলয় বেধে গেল।
**খতিয়ে দেখা** (রহস্য উদ্‌ঘাটন করা): সরকারি অফিসার বললেন, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন।
**খয়ের খাঁ** (চাটুকার): নাজিম তো বড়ো সাহেবের খয়ের খাঁ, তিনি যা বলেন নাজিমও তাই বলে।
**খাঁখাঁ করা** (শূন্যতা): মেয়েটা আজ কদিন বাড়িতে নেই তাতেই যেন বাড়িটা খাঁখাঁ করছে।
**খাবি খাওয়া** (অস্থিরতা প্রকাশ করা): রোগী এখন খাবি খাচ্ছে কখন মারা যায় ঠিক নেই।
**খাল কেটে কুমির আনা** (বিপদ ডেকে আনা): বন্ধুকে অংশীদার নিয়ে জমি কিনলাম, এখন সে পুরোটাই দখল নিতে চায়– এ দেখি খাল কেটে কুমির আনলাম।
**খিচুড়ি পাকানো** (জটিল করা): সব কাজে এমন খিচুড়ি পাকালে তো তোমাকে কেউ কাজ দেবে না।
**খুঁটির জোর** (পৃষ্ঠপোষকের সহায়তা): খুঁটির জোর আছে বলেই সে বারবার বদলি ঠেকায়।
**খেজুরে আলাপ** (বিরক্তিকর ও অবান্তর কথাবার্তা): কাজের সময় খেজুরে আলাপ করলে কাজে তো ভুল থাকবেই।
**খোদার খাসি** (ভাবনাচিন্তাহীন): খোদার খাসির মতো চলাফেরা করলে তো আর জীবন চলে না।
**খোশগল্প** (আমোদজনক আলাপ, মজার কাহিনি): সারাদিন খোশগল্প করছ, কাজ না করলে খাবে কী শুনি।

**গ**

**গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো** (যার ধন তার উদ্দেশেই ব্যবহার করা): অতিথিরা যে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এসেছিল তাই দিয়েই তাদের আপ্যায়ন সারলাম– গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো আর কী।
**গজেন্দ্রগমন** (ধীরে গমন): এভাবে গজেন্দ্রগমনে চলতে থাকলে শেষে আর বিদেশ যাওয়া হবে না তোমার।
**গড্ডলিকা প্রবাহ** (অন্ধ অনুকরণ): গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়া লোকের দলে আমি নেই।
**গণেশ উলটানো** (উঠে যাওয়া, ফেল মারা): কর্মচারীদের অনিয়মের ফলে দোকানটা গণেশ উলটিয়েছে।
**গদাই লস্করি চাল** (অতি ধীরগতি, আলসেমি): এমন গদাই লস্করি চালে চললে ট্রেন ফেল করবে।
**গন্ডারের চামড়া** (অধিক সহনশীল): শত অপমানেও কোনো ভাবান্তর নেই, লোকটির বোধহয় গন্ডারের চামড়া।
**গভীর জলের মাছ** (অতিশয় ধূর্ত): সে কিন্তু গভীর জলের মাছ, তার মিষ্টি কথায় ভুলে যেয়ো না।
**গরিবের ঘোড়া রোগ** (সামর্থ্যের বাইরে কিছু করার চেষ্টা): পেটে ভাত নেই অথচ রোজ রোজ সিনেমায় যাওয়া। এ যে দেখছি গরিবের ঘোড়া রোগ।

**গলগ্রহ** (পরের বোঝাস্বরূপ থাকা): কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা যে কী কষ্ট তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে।

**গলাকাটা দাম** (খুবই চড়া মূল্য): বাজারে ইলিশ মাছের এখন গলাকাটা দাম।

**গলায় গামছা দেওয়া** (অপমান করা): পাওনাদারদের টাকা এবার পরিশোধ করতে না পারলে, সবাই এবার তোমার গলায় গামছা দেবে।

**গলায় দড়ি** (আত্মহত্যা): সংসারের যন্ত্রণা সইতে না পেরে সালেহা বেগম শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে।

**গাঁজাখুরি** (আজগুবি, সম্পূর্ণ অলীক): এই সকালবেলায় গাঁজাখুরি গল্প শোনাতে এলে।

**গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল** (স্বয়ংসিদ্ধ নেতা): সভায় কেউ তার কথা মানতে চায় না, তবু তিনি গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সেজে বসে আছেন।

**গা করা** (উদ্যোগ গ্রহণ করা): আপনি যদি গা করেন তবে অনুষ্ঠানটি আমরা ভালোভাবে করতে পারি।

**গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল** (প্রাপ্তির আগেই ভোগের আয়োজন): এ দেখছি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল– টাকা পাওয়ার আগেই খরচের চিন্তা।

**গাছে তুলে মই কাড়া** (আশা দিয়ে আশ্বাস ভঙ্গ করা): শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে গাছে তুলে মই কেড়ে নিলে।

**গা ঢাকা দেওয়া** (পালানো): জঙ্গিরা পুলিশের ভয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

**গা ঢেলে দেওয়া** (চেষ্টা ত্যাগ করা): অর্ধেকটা করে এখন গা ঢেলে দিলে সবটাই যে ভেস্তে যাবে, সেটা কী ভেবে দেখেছ?

**গাবদাগোবদা** (অশোভন রকমের মোটা, খুব মোটাসোটা): দেখো দেখো ছেলেটা কীরকমের গাবদাগোবদা টাইপের।

**গায়ে কাঁটা দেওয়া** (রোমাঞ্চিত হওয়া): তার কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

**গায়ে থুতু দেওয়া** (অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করা): তোমার এমন কী গুণ আছে যে, তুমি অন্যের গায়ে থুতু দিয়ে কথা বলছো।

**গায়ে পড়া** (অযাচিত): গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এসো না।

**গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ানো** (কোনো দায়িত্ব গ্রহণ না করা): সংসারে এত ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও সে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছে।

**গায়ে হাত তোলা** (প্রহার করা): রানা শিক্ষিত হলেও মানুষ হতে পারেনি, নইলে কি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে!

**গুড়ে বালি** (আশায় নৈরাশ্য): আশা করেছিলাম আমার সম্পত্তি পাব, এখন দেখছি সে গুড়ে বালি।

**গুরুমারা বিদ্যা** (গুরুর থেকে শেখা বিদ্যা দিয়ে গুরুকেই বধ করা): গুরুমারা বিদ্যা ফলাতে পারলে তুমি মনে রেখো– তোমাকে আর আমরা বিশ্বাস করছি না।

**গুলতানি মারা** (বাজে আড্ডা দেওয়া/অনর্থক জটলা করা): এখানে বসে বসে গুলতানি মেরে নিজের সময় নষ্ট করছ কেন?

**গুষ্টির তুষ্টি** (অনর্থ করা): কথাটা তার কানে গেলে একেবারে আমার গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়বে।

**গোঁজামিল** (কোনোমতে মেলানো): কোনো কিছুতে গোঁজামিল দিলে তার পরিণাম ভালো হয় না।

**গোঁফখেজুরে** (অত্যন্ত কুঁড়ে): তোমার মতো গোঁফখেজুরে লোকের সঙ্গে একযোগে ব্যাবসা করতে আমি রাজি নই ভাই।

**গোঁয়ারগোবিন্দ** (নির্বোধ অথচ হঠকারী): তার মতো গোঁয়ারগোবিন্দকে নিয়ে পথ চলা যায় না।

**গোকুলের ষাঁড়** (স্বেচ্ছাচারী): পরিশ্রমী চেয়ারম্যান বাপের ছেলে হয়ে তোমার এমন গোকুলের ষাঁড়ের মতো ঘুরে বেড়ানো মানায় না।

**গোড়ায় গলদ** (শুরুতে ভুল): তোমাদের পরিকল্পনার গোড়াতেই গলদ ছিল, এখন ভেবে লাভ কী?

**গোদের ওপর বিষফোড়া** (যন্ত্রণার ওপর অধিকতর যন্ত্রণা): একে ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বলছে, তার ওপর আজ আবার চুরি হয়েছে, এ যে দেখছি গোদের ওপর বিষফোড়া।

**গোবর গণেশ** (মূর্খ): না জানে লেখাপড়া, না আছে বুদ্ধি, ছেলেটা একেবারে গোবর গণেশ।

**গোবরে পদ্মফুল** (অস্থানে ভালো জিনিস): যার বংশে কেউ কখনো স্কুলে যায়নি, তার ছেলে নাকি বিসিএস ক্যাডার, এ যেন গোবরে পদ্মফুল।

**গোবেচারা** (অতিশয় নিরীহ): তার মতো গোবেচারা লোক গ্রামে আর একটিও খুঁজে পাওয়া ভার।

**গোমূর্খ** (অতি মূর্খ): তাকে দেখতে চালাক মনে হলেও আসলে সে একটা গোমূর্খ।

**গোলকধাঁধা** (উপায় খুঁজে না পাওয়া): এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনটা একটা গোলকধাধা ছাড়া আর কিছুই নয়, সফল কয়জনই বা হতে পারে?

NABARUN PUBLICATION

**গোল্লায় যাওয়া** (অধঃপতন হওয়া, উচ্ছন্নে যাওয়া): এত শাসন সত্ত্বেও কীভাবে ছেলেটা গোল্লায় গেল?

**গৌরচন্দ্রিকা** (ভূমিকা): এত দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা না মেরে উদ্দেশ্যটা খুলে বলো।

**গৌরীসেনের টাকা** (বেহিসাবি অর্থ): এ তো গৌরীসেনের টাকা নয় যে, ইচ্ছামতো দুহাতে খরচ করবে।

**গ্যাঁড়াকল** (যা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন): গ্যাঁড়াকলে যখন ফেলেছে তখন যা বলবে তা না দিয়ে তো বাঁচার উপায় নেই।

## ঘ

**ঘটি চোর** (ছিঁচকে চোর): ইদানীং ঘটি চোরের উৎপাত বেড়েছে।

**ঘটিরাম** (অকেজো): এ সমাজে ঘটিরামদের অভাব নেই।

**ঘর ভাঙানো** (সংসার নষ্ট করা): তোমার মতো ঘর ভাঙানো বউ আর দেখিনি।

**ঘরভেদী বিভীষণ** (যে ঘরে বিবাদ বাধায়): এ ঘরভেদী বিভীষণ যতদিন সংসারে আছে ততদিন সুখের আশা করা বৃথা।

**ঘরে আগুন দেওয়া** (সংসারে বিবাদ বাধানো): সংসারের সুখ নষ্ট করার জন্য প্রতিবেশীরা শেষ পর্যন্ত আমার ঘরে আগুন দিয়েই ছাড়ল।

**ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো** (নিজ খরচে পরের বেগার খাটা): ঘরের খেয়ে বনের মোষ না তাড়িয়ে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবো।

**ঘাঁটাঘাঁটি করা** (বাহুল্য হস্তক্ষেপ): যা হবার তা হয়েছে, এ নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি করার প্রয়োজন নেই।

**ঘা খাওয়া** (আঘাত পাওয়া): জীবনে চলার পথে অনেক ঘা খেয়েছি, এখন আর এসব পাত্তা দিই না।

**ঘাটের মরা** (অতি বৃদ্ধ): তুমি কেমন বাপ, নিজের মেয়েকে একটা ঘাটের মরার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ?

**ঘাড় ভাঙা** (জবরদস্তি করে আদায় করা): আজকাল জামাইরা শ্বশুরের ঘাড় ভেঙে যৌতুক আদায় করে, আর না দিলে মেয়েদের অত্যাচার করে।

**ঘাড়ে-গর্দানে** (অত্যন্ত মোটা): কী খাও-যে, এমন ঘাড়ে গর্দানে হয়েছো?

**ঘাড়ে ভূত চাপা** (মাথায় দুর্বুদ্ধি আসা): বেশ চাকরি করছিলে, হঠাৎ আবার ঘাড়ে ব্যাবসার ভূত চাপল কেন?

**ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া** (উদ্বেগ–উৎকণ্ঠা থেকে স্বস্তি): ছেলেটা ঘরে ফিরে আসায় সবার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

**ঘুঘু চরানো** (সর্বনাশ করা): দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়েছো, এবার তোমার ভিটায় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে।

**ঘুঘুর ফাঁদ** (মহাবিপদ): দেশে জননিরাপত্তা আইন পাশ হওয়ায় সন্ত্রাসীরা ঘুঘুর ফাঁদে পড়েছে।

**ঘুণাক্ষর** (সামান্য ইঙ্গিত): এমনভাবে কাজটা করবে যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে।

**ঘুমিয়ে থাকা** (নিশ্চেষ্ট থাকা): মেয়ের যে বিয়ের বয়স হয়ে গেল, আর কতদিন ঘুমিয়ে থাকবে।

**ঘোড়দৌড় করানো** (অত্যধিক দৌড়াদৌড়ি করিয়ে হয়রান করা): সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে আমাকে ঘোড়দৌড় করালে।

**ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া** (মধ্যবর্তীকে অতিক্রম করে কাজ করা): ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার শাস্তিটা তোমাকে পেতে হবে মশাই।

**ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া** (কারও সাহায্য পেলে শ্রমসাধ্য কাজে অলস হওয়া): ঘোড়া দেখে খোঁড়া হলে নিজের কাজ কখনো সঠিকভাবে শেখা হবে না।

**ঘোড়ার ঘাস কাটা** (বাজে কাজে সময় নষ্ট করা): অন্যেরা কাজ করবে আর তুমি বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটবে তা হবে না।

**ঘোড়ার ডিম** (অস্তিত্বহীন বস্তু): তুমি পড়াশোনা কিছুই করো না পরীক্ষায় পাবে ঘোড়ার ডিম।

**ঘোড়ারোগ** (সাধ্যের অতিরিক্ত সাধ): ঘরে নেই ভাত, উনি বলে টিভি কিনবে একেই বলে ঘোড়ারোগ।

**ঘোর কলি** (নিদারুণ অন্যায় ও অধর্মের যুগ): আজকের দিনে এই অন্যায়ের প্রতিকার আশা করা যায় না, এ যে ঘোর কলি।

**ঘোল খাওয়ানো** (নাকাল করা, জব্দ করা): তোমার মতো বদমায়েশকে ঘোল খাওয়ানোর বিদ্যে আমার জানা আছে।

## চ

**চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন** (শোনা বিষয় দেখে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা): মহাশয়, এতদিন আপনার নামই শুধু শুনে এসেছি আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হলো।

**চক্ষু চড়কগাছ** (বিস্ময়ে হতবুদ্ধি): চোরটির কৌশল দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ।

**চক্ষুদান করা** (চুরি করা): কে আমার জামাটা চক্ষুদান করল?
**চক্ষুলজ্জা** (সংকোচ): চক্ষুলজ্জায় শরিফ বন্ধর কাছে ধারের পাওনা টাকাটা চাইতে পারল না।
**চক্ষুশূল** (শত্রু): সৎপুত্র বিমাতার চক্ষুশূল হবে, এ তো জানা কথা।
**চক্ষুস্থির** (বিস্ময়ে হতবাক): রুবেলের চাকরি চলে গেছে শুনে বাবার চক্ষুস্থির হয়ে গেল।
**চড়ুই পাখির প্রাণ** (ক্ষীণজীবী লোক, অত্যন্ত দুর্বল লোক): বন্ধের চড়ুই পাখির প্রাণটা এই ধকলে না চলে যায়।
**চর মেরে গড় করা** (সর্বনাশ করে সম্মান দেখানো): আমার সর্বনাশ করে এখন এসেছে সান্ত্বনা দিতে, একেই বলে চড় মেরে গড় করা।
**চশমখোর** (চক্ষুলজ্জাহীন): সে যে এত বড়ো চশমখোর তা জানলে আগে এতগুলো টাকা দিতাম না।
**চাঁদ হাতে পাওয়া** (দুর্লভ জিনিস পাওয়া): সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র হাতে পেয়ে আসাদ যেন চাঁদ হাতে পেল।
**চাঁদের হাট** (আনন্দের প্রাচুর্য): ধনেজনে কায়েসের সংসার যেন চাঁদের হাট।
**চাচা আপন প্রাণ বাঁচা** (স্বার্থপর): মানুষগুলো দিন দিন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে।
**চারচোখা** (চশমাধারী): চারচোখা হয়েও দেখতে পাচ্ছো না?
**চিচিং ফাঁক** (গোপন রহস্য প্রকাশ): তোমারা যতই ঢাক-ঢাক গুড় গুড় করো, এদিকে সব চিচিং ফাঁক হয়ে গেছে।
**চিনির পুতুল** (অল্প পরিশ্রমেই কাতর): এমন চিনির পুতুল হলে চাকরি করবে কীভাবে?
**চিনির বলদ** (ভারবাহী কিন্তু ফল লাভের অংশীদার নয়): সে তার পরিবারে চিনির বলদের মতো খেটে মরছে কিন্তু কিছুই পাচ্ছে না বিনিময়ে।
**চিলে কান নেওয়া** (বিচার-বিবেচনা না করেই কোনোকিছু বিশ্বাস করা): লোকে বলবে চিলে কান নিয়ে গেছে, আর তুমি কি তাই বিশ্বাস করবে।
**চুনকালি দেওয়া** (কলঙ্ক লেপন): মেয়েটা বংশের মুখে চুনকালি দিয়ে বাসা থেকে পালিয়ে গেল।
**চুনোপুঁটি** (সামান্য ব্যক্তি): বিচারে চুনোপুঁটিরাই ঠকে, সুবিধে পায় রুই–কাতলারা।
**চুল পাকানো** (দীর্ঘ অভিজ্ঞতা): চুল পাকিয়েছি কী সাধে, যে মানুষ চিনব না।
**চোখ টাটানো** (ঈর্ষাবোধ): সাঈদের উন্নতি দেখে তার বন্ধুরা চোখ টাটায়।
**চোখ পাকানো** (ক্রোধ দেখানো): ছেলের প্রতিদিন বিলম্বে ঘরে ফেরার জন্য বাবা চোখ পাকিয়ে ভর্ৎসনা করলেন।
**চোখে অন্ধকার দেখা** (দিশেহারা হওয়া): একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলেকে হারিয়ে বৃদ্ধ বাবা চোখে অন্ধকার দেখছে।
**চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো** (বিশেষভাবে দেখানো): কুদ্দুস এ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল না; তা সে সবাইকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।
**চোখে চোখে রাখা** (সতর্ক নজরদারি): অজানা–অচেনা কেউ এলে তাকে চোখে চোখে রাখা দরকার।
**চোখে ধুলো দেওয়া** (ফাঁকি দেওয়া): পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অপরাধী গা ঢাকা দিয়েছে।
**চোখ রাখা** (খেয়াল রাখা): বালকটি এত দুষ্টু যে, সব সময় চোখ রাখতে হয় কখন কি করে। *[য. বো. '০৮]*
**চোখে পড়া** (সুদৃষ্টিতে পড়া): ছেলেটা বড়ো সাহেবের চোখে পড়েছে, চাকরিটা হয়তো এবার স্থায়ীভাবেই পেয়ে যাবে।
**চোখের নেশা** (রূপের মোহ): চোখের নেশায় অনেকেই জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে।
**চোখের পর্দা** (লজ্জা): পঙ্কজের চোখের পর্দা নেই, তা না হলে এ কাজ করল কী করে?
**চোখের বালি** (চক্ষুশূল): বখাটে মেয়েটা আমার চোখের বালি।
**চোখের মণি** (অত্যন্ত আদরের): ছেলেটি আমার চোখের মণি, সাত রাজার ধন।
**চোখের মাথা খাওয়া** (না দেখে কাজ করা): ভালো ফুলদানিটা ভেঙে ফেললে, তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ?
**চোদ্দপুরুষের ভাগ্য** (মহাসৌভাগ্য): ওর চোদ্দপুরুষের ভাগ্য যে ওকে ধুলো ফুঁকে উড়িয়ে দিইনি।

## ছ

**ছকড়া-নকড়া** (সস্তা দর): নিলামের মাল, তাই ছকড়া-নকড়ায় বিক্রি হয়ে গেল।
**ছক্কাপাঞ্জা করা** (বড়ো বড়ো বুলি ছাড়া): এভাবে ছক্কাপাঞ্জা না করে কাজের কাজটা করে দেখিয়ে দাও তো।

**ছমছম** (ভয়ের ভাব বা অভিব্যক্তি): ভূতের কথা শুনতেই গা ছমছম করছে।
**ছলাকলা** (মনভোলানো কৌশল): মেয়েটি অনেক ছলাকলা জানে।
**ছাইচাপা আগুন** (সুপ্ত প্রতিভা): মেয়েটা ছাইচাপা আগুন, ও এবার পরীক্ষায় ভালো ফল করবেই।
**ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো** (ছোটোখাটো কাজে ডাক পড়া): আগে-পরে খবর নেই অথচ বাজার করার সময় হলেই রহমানকে ডাকা হয়, এ যেন ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।
**ছাতা ধরা** (সাহায্য করা): বর্তমান সময়ে কেউ কারও মাথায় ছাতা ধরতে আসে না।
**ছা-পোষা** (অত্যন্ত গরিব): আমার মতো ছা-পোষা লোকের কোনো ইচ্ছা থাকতে নেই।
**ছাল তোলা** (তীব্র প্রহার করা): পুলিশ পকেটমারটার পিঠের ছাল তুলে নিয়েছে।
**ছিঁচকাঁদুনে** (সামান্য বিষয়ে কাঁদে): শায়লার মতো ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে আমি আর দেখিনি।
**ছিছিক্কার** (নিন্দাবাদ, ধিক্কার): তাঁর কুকীর্তির জন্য চারদিকে একেবারে ছিছিক্কার পড়ে গেছে।
**ছিনিমিনি খেলা** (নষ্ট করা): পরের টাকায় ছিনিমিনি খেলতে লজ্জা করল না?
**ছিনে-পড়া** (শীর্ণ, রোগাটে): লোকটা পুষ্ট বটে, কিন্তু পা দুটো ছিনে-পড়া।
**ছুঁচোর কচকচি** (সবসময় হইচই): ঘরের মধ্যে সবসময় ছুঁচোর কচকচি থাকলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া হবে না।
**ছেঁকে ধরা** (ঘিরে ধরা): বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকরা কারখানার মালিককে ছেঁকে ধরেছে।
**ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধা** (পন্ডশ্রম): ওর সঙ্গে সন্ধি করতে চাওয়া আর ছেঁড়া চুলে খোপা বাঁধার চেষ্টা করা একই কথা।
**ছেলের হাতের মোয়া** (সহজলভ্য বস্তু): এ ছেলের হাতের মোয়া নয় যে চাইলেই পাবে।
**ছ্যাবলামি** (অনর্থক লঘু কথাবার্তা বলা): বড়োদের সামনে যে ছ্যাবলামি করতে নেই– এই কথাটাই সে বোঝে না।

## জ

**জগদ্দল পাথর** (গুরুভার): বড়ো ভাই আমার ওপর সমস্ত কাজের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।
**জগাখিচুড়ি পাকানো** (গোলমাল বাধানো): জগাখিচুড়ি না পাকিয়ে সরল পন্থায় কাজটি শেষ করো।
**জড়ভরত** (জড়বুদ্ধি ও অকর্মণ্য): সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জড়ভরতদের পরামর্শ নিয়ে লাভ নেই।
**জবরজং** (জমকালো কিন্তু বেমানান): তোমাকে ওই জবরজং পোশাকে একটুও মানায়নি।
**জম্পেশ করে** (খুব করে, ভালো করে, জমিয়ে, কষে): দড়ির ফাঁসে হাত-পা তার জম্পেশ করে বাঁধা হয়ে গেছে।
**জলগ্রহণ না করা** (সম্পর্ক না রাখা): ওর বাড়িতে আমি আর জলগ্রহণ করব না।
**জলাঞ্জলি দেওয়া** (বিসর্জন দেওয়া): তোমার মতো বদমাশ ভাইয়ের সুপারিশ করতে গিয়ে আমি আমার মানসম্মান জলাঞ্জলি দিতে পারব না।
**জলে কুমির ডাঙায় বাঘ** (উভয় সংকট): ছেলে ও মেয়ে বাজি ধরেছে, আমি একজনের পক্ষ নিলেই আরেকজন হারে, এ যেন জলে কুমির ডাঙায় বাঘ অবস্থা।
**জলের আল্পনা** (ক্ষণস্থায়ী বস্তু): বড়োলোকের সাথে গরিবের বন্ধুত্ব জলের আল্পনা বই আর কিছু নয়।
**জাল গুটানো** (ব্যর্থ হওয়া): তোমার ব্যাবসার যে অবস্থা তাতে জাল গুটানো ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না।
**জালপাতা** (ফাঁদ পাতা): ভালো মানুষটিকে নির্বাচনে হারানোর জন্য ওরা ষড়যন্ত্রের জাল পেতেছে।
**জাল বিস্তার** (প্রভাবিত করা): তিনি তো বেশ ভালোই জাল বিস্তার করেছেন, সকলের মুখে মুখেই তাঁর নাম।
**জাহান্নামে যাওয়া** (নষ্ট হওয়া): কু-সংসর্গে পড়ে ফজলুর ছেলেটা জাহান্নামে গেছে।
**জিইয়ে রাখা** (বাঁচিয়ে রাখা): শিং মাছগুলোকে এক হাঁড়ি জলের মধ্যে জিইয়ে রাখা হলো।
**জিভ আলগা** (স্পষ্টভাষী): ভালো লোক হলেও বড্ড জিভ আলগা বলে সবাই তাঁকে এড়িয়েই চলে।
**জিলাপির প্যাঁচ** (কুটিলতা): ভালো মানুষ হলেও তার ভেতরে রয়েছে জিলাপির প্যাঁচ।
**জোঁকের মুখে নুন** (দুষ্ট লোকের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা): খুনির ফাঁসির হুকুম হয়েছে– এবার জোঁকের মুখে নুন পড়েছে।

**জো বৃষ্টি** (ফসলের উপযোগী বৃষ্টি): খোদা মুখ তুলে তাকিয়েছেন বলেই সময়মতো এই জো বৃষ্টি।

**জোর-কপাল** (সুপ্রসন্ন ভাগ্য): এত অল্প পড়ে প্রথম বিভাগে পাশ করেছ, তোমার তো দেখি জোর-কপাল।

**জ্যাঠামি** (ছোটোদের বেমানানভাবে বড়োদের মতো আচরণ, পাকামি): ওইটুকু ছেলের জ্যাঠামি কেউ সহ্য করবে না।

### ঝ

**ঝাঁক বাঁধা** (দল পাকানো): মাছগুলো ঝাঁক বেঁধে সাঁতার কাটছে।

**ঝাঁকের কই** (একই দলভুক্ত): ওদের মতো ঝাঁকের কইরা কি না করতে পারে।

**ঝাল ঝাড়া** (রাগ মেটানো): বাইরে কী না কী হয়েছে ঘরে এসে বউয়ের সাথে ঝাল ঝাড়ছেন।

**ঝালাপালা** (উৎপাতে বিরক্ত): বিকট শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে গেল।

**ঝিকিমিকি** (আলোর চঞ্চল উজ্জ্বলতা): রোদের ঝিকিমিকি বড়ো মধুর।

**ঝিকে মেরে বউকে শেখানো** (পরোক্ষভাবে তিরস্কার করা): অনিয়ম করলেন মা কিন্তু বকাঝকা করছেন স্ত্রীকে— এ যেন ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।

**ঝোড়ো কাক** (বিপর্যস্ত): এমন ঝোড়ো কাকের মতো অবস্থায় কোথা থেকে এলে।

**ঝোপ বুঝে কোপ মারা** (সুযোগমতো কাজ করা): ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পেরেছিলাম বলেই কৃতকার্য হয়েছি।

**ঝোলে অম্বলে এক করা** (দুটি জিনিস মিশিয়ে ফেলা): এক এক করে বলো, ঝোলে অম্বলে এক করে ফেলো না।

### ট

**টইটম্বুর** (কানায় কানায় পূর্ণ): পুকুরটা জলে টইটম্বুর হয়ে আছে।

**টক্কর খাওয়া** (আচমকা আঘাত পাওয়া): জনি মাথায় টক্কর খেয়েছে।

**টনক নড়া** (চৈতন্যোদয় হওয়া/বুঝে ওঠা): পরীক্ষায় ফেল করেই তার টনক নড়ল।

**টরটরে** (চটপটে): আদিবা টরটরে মেয়ে।

**টসকানো** (স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া): জসীমের শরীরটা বেশ টসকে গেছে।

**টাইট দেওয়া** (জব্দ করা, শায়েস্তা করা): তুলিটাকে টাইট দিতে হবে।

**টাকা ওড়ানো** (টাকার অপব্যয় করা): সাথীটা ইদানীং টাকা ওড়াতে শিখেছে।

**টাকার কুমির** (ধনী লোক): আরমান সাহেব তো এ এলাকার টাকার কুমির, তার সাথে অন্য কারও তুলনা হয় নাকি?

**টাকার গরম** (ধনীর অহংকার): টাকার গরম দেখাতে এসো না, সব কাজ টাকা দিয়ে হয় না।

**টানাপোড়েন** (সংকট): এ মাসের শুরুতেই টাকা শেষ, মাসটা টানাপোড়েনে যাবে।

**টাল সামলানো** (বিপদ কাটিয়ে ওঠা): সংসারের ঝামেলায় একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি, কিছুতেই টাল সামলাতে পারছি না।

**টিকটিকি** (গোয়েন্দা): রিমেলের টিকটিকির স্বভাবটা আর গেল না।

**টিমটিম করা** (কোনোমতে টিকে থাকা): খান সাহেবের একমাত্র নাতিটি বর্তমান, সে-ই এখন টিমটিম করে জ্বলছে।

**টেক্কা দেওয়া** (পাল্লা দেওয়া): খরগোশ আর কচ্ছপের মধ্যে টেক্কা দিয়ে দৌড় শুরু হলো।

### ঠ

**ঠাউরে দেখা** (ভালোভাবে লক্ষ করা): অধ্যক্ষ অনেকক্ষণ ঠাউরে দেখলেন।

**ঠাট বজায় রাখা** (অভাব চাপা রাখা): রহিম সাহেব অভাবে পড়েও ঠাট বাজায় রেখেছেন।

**ঠুঁটো জগন্নাথ** (নামে শক্তিমান কিন্তু কাজে নয়): এমন ঠুঁটো জগন্নাথকে দিয়ে দেশ ও জাতির কোনোই লাভ হবে না।

**ঠেলার নাম বাবাজি** (চাপে পড়ে কাবু হওয়া): ডাকাতটাকে হাতেনাতে ধরে দু-চারটা কিল-ঘুসি মারতেই তাদের সর্দারের নাম বলে দিলো– একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি।

**ঠেস দিয়ে কথা বলা** (ব্যঙ্গ করে বা বক্রোক্তি করে কথা বলা): সবসময় ঠেস দিয়ে কথা বললে লোকে তো চটে যাবেই।

**ঠোঁট ওলটানো** (বড়াই করা, গর্ব প্রকাশ করা): ও এত যে ঠোঁট ওলটায়, কী এমন গুণ আছে ওর।
**ঠোঁটকাটা** (স্পষ্টভাষী): সে যে ঠোঁটকাটা লোক তাতে তার পক্ষে এ কথা বলা অসম্ভব নয়।
**ঠোঁট ফোলানো** (অভিমান করা): খোকন সোনা আজকে ঠোঁট ফুলিয়ে আছে কেন?

## ড

**ডাক ছেড়ে কাঁদা** (গলা ছেড়ে কাঁদা): সন্তানের দুর্ঘটনার খবর শুনে বাবা-মা ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন।
**ডাকাবুকো** (দুরন্ত): ডাকাবুকো ছেলেটাকে এ জায়গায় বসিয়ে রাখা কষ্টকর।
**ডাকের সুন্দরী** (অত্যন্ত সুন্দরী): ডাকের সুন্দরী হলেই হবে না, গুণও থাকতে হবে।
**ডান হাতের ব্যাপার** (খাওয়া): ডান হাতের কাজটা সেরেই বাইরে বের হবো।
**ডানাকাটা পরি** (অসাধারণ সুন্দরী): মেয়ে তো নয়, যেন ডানাকাটা পরি।
**ডামাডোল** (গন্ডগোল): যুদ্ধের ডামাডোলে সারা দেশটাই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে।
**ডিঙি মারা** (ডিঙিয়ে যাওয়া): ডিঙি মেরে নালাটা পার হতে পারবে?
**ডুব মারা** (অদৃশ্য হওয়া): মাঝে মাঝে কোথায় যে ডুব মারো দেখাই মেলে না।
**ডুবে ডুবে জল খাওয়া** (গোপনে কাজ করা): তুমি এতদিন ধরে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো আর আমি বললেই দোষ।
**ডুমুরের ফুল** (অদৃশ্য দুর্লভ বস্তু): তুমি আজকাল একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ দেখছি।

## ঢ

**ঢাক ঢাক গুড় গুড়** (গোপন রাখার চেষ্টা): তোমরা এ নিয়ে যতই ঢাক ঢাক গুড় গুড় করো, লোক জানাজানি হতে আর বাকি নেই।
**ঢাক পেটানো** (প্রচার করা): রফিক নিজেকে প্রচার করতে পছন্দ করে, তাই সে নিজের ঢাক নিজেই পেটায়।
**ঢাকের কাঠি** (তোষামুদে): কাজ করতে না চাইলে ওর মতো ঢাকের কাঠি হয়ে যাও।
**ঢাকের বাঁয়া** (অকেজো): সোমা তো ঢাকের বাঁয়া, ওকে দিয়ে কিছু হবে না।
**ঢিঢি পড়া** (দুর্নাম রটনা): তোমার কেলেঙ্কারির কথায় সারা গ্রামে ঢিঢি পড়ে গেছে।
**ঢিমে তেতালা** (মৃদু গতি): এরকম ঢিমে তেতালায় কাজ করলে কাজ শেষ করতে পারবে না।
**ঢ্ মারা** (খোঁজ করা): একটু ঢুঁ মেরে আসো তো চায়ের দোকানে ইলিয়াস বসে আছে কি না।
**ঢেঁকি অবতার** (নিষ্কর্মা ও নির্বোধ লোক): এমন ঢেঁকি অবতারের খাওয়া জুটবে কী করে।
**ঢেঁকির কচকচি** (কলহ): মিথ্যা ঢেঁকির কচকচি করার কী দরকার।
**ঢেঁকির কুমির** (অপদার্থ): তোমার মতো ঢেঁকির কুমির দিয়ে তো দেখছি কোনো কাজই হবে না।
**ঢেলে সাজানো** (নতুন করে তৈরি): দুর্নীতিবাজদের কাছ থেকে দেশটাকে রক্ষা করে আবার ঢেলে সাজাতে হবে।

## ত

**তক্কে তক্কে থাকা** (গোপনে সতর্ক থাকা): আমি এতদিন তক্কে তক্কে ছিলাম কোথাকার জল কোথায় গড়ায় দেখার জন্য।
**তড়িঘড়ি** (তাড়াহুড়া করা): এত তড়িঘড়ি করতে হবে না, হাতে এখনো অনেক সময় রয়েছে।
**তাক লাগানো** (অবাক করা): লটারি পেয়ে বাচ্চু গ্রামের সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলো।
**তামার বিষ** (অর্থের কুপ্রভাব): হঠাৎ বড়োলোক কি না তাই তামার বিষে বিবেকহীন হয়ে পড়েছে।
**তালকানা** (বেতাল হওয়া): পকেটে রুমাল, আর রুমাল খুঁজে বেড়াচ্ছে, আচ্ছা তালকানা লোক।
**তালগোল পাকানো** (বিশৃঙ্খলা): সবকিছুতে তালগোল পাকানো ছেলেটার অভ্যাস।
**তালপাতার সেপাই** (ক্ষীণকায়): তোমার মতো তালপাতার সেপাই দিয়ে একাজ হবে না বাপু।
**তাসের ঘর** (ক্ষণস্থায়ী বস্তু): ঠুনকো বন্ধুত্ব স্বার্থের সামান্য আঘাতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়।

**তিলকে তাল করা** (সামান্য ব্যাপারকে বড়ো করা): তিলকে তাল করতে তার জুড়ি নেই।
**তিলে তিলে** (ধীরে ধীরে): বাবার অক্লান্ত পরিশ্রমে তিলে তিলে গড়ে তোলা এ সংসারে আজ সুখের কোনো কমতি নেই।
**তীর্থের কাক** (প্রতীক্ষারত): তোমার জন্য তীর্থের কাকের মতো বসে আছি।
**তুলকালাম** (প্রচন্ড কলহ): দুই ভাই সামান্য একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে তুলকালাম কান্ড বাধিয়ে ফেলল।
**তুলসীবনের বাঘ** (ভন্ড সাধু): সেলিমকে তো ভালো লোক মনে করতাম কিন্তু সে যে তুলসীবনের বাঘ তা কী আগে জানতাম?
**তুলোধোনা হওয়া** (ভীষণভাবে মার খাওয়া): সেদিন সবার সামনে তাকে তুলোধোনা করেছি। *[চ. বো. '০৯]*
**তুষের আগুন** (দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা): তার মনে তুষের আগুন জ্বলছে।
**তেল মাখানো** (তোষামোদ): খালি পদ আগেই পূর্ণ হয়ে গেছে, যতই তেল মাখাও কাজের কাজ কিছুই হবে না।
**তেলা মাথায় তেল দেওয়া** (যার আছে তাকে আরও দেওয়া): সুসময়ে সবাই তেলা মাথায় তেল দিতে আসে, অসময়ে কাউকেই পাওয়া যায় না।
**তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা** (অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া): টাকা দেওয়ার কথা বলতেই সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে।

## থ

**থইথই করা** (পূর্ণতা ও প্রাচুর্যের ভাব): দিঘিতে জল থইথই করছে।
**থই পাওয়া** (অন্ত পাওয়া): বহু চেষ্টার পরেও তনু হত্যা রহস্যের থই পাওয়া গেল না।
**থতমত খাওয়া** (কী করতে হবে তা বুঝতে না পারা): হঠাৎ বাবার আগমনে আমরা সবাই থতমত খেয়ে গেলাম।
**থ বনে যাওয়া** (বিস্ময়ে হতবাক হওয়া): লোকটার কথা শুনে আমরা সবাই থ বনে গেলাম।
**থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া** (বড়ো মুখ ছোটো হওয়া): ছেলের অপকর্মের কারণে চেয়ারম্যানের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে।
**থোকা থোকা** (গুচ্ছ গুচ্ছ): থোকা থোকা ফুল দিয়ে বাড়িটা সাজানো।

## দ

**দক্ষযজ্ঞ** (চরম দ্বন্দ্ব): দুই সতিনের কোন্দলে সাকিব সাহেবের সংসারে দক্ষযজ্ঞ লেগেই থাকে।
**দক্ষিণ হস্ত** (প্রধান সহযোগী): বাপ্পি অভির দক্ষিণ হস্ত, অভির সব কাজ তো সে-ই করে দেয়।
**দরকষাকষি** (দামাদামি করা): এই আধুনিক যুগেও বিয়ের বাজারে মেয়েদের নিয়ে দরকষাকষি হয়।
**দহরম-মহরম** (গলাগলি, মাখামাখি, অন্তরঙ্গতা): ওদের দুজনের মধ্যে খুব দহরম–মহরম।
**দাঁতখিঁচুনি** (খিচখিচ বা অনবরত বকুনি): মনিবের দাঁতখিঁচুনি সহ্য করে পড়ে আছি।
**দাঁত ফুটানো** (কঠিন বিষয়ে প্রবেশ): ইংরেজি প্রশ্ন এত কঠিন হয়েছে যে, দাঁত ফুটানো মুশকিল।
**দাঁও মারা** (সুযোগে স্বার্থ হাসিল করা): সে কিন্তু দাঁও মারার তালে আছে, তার মিষ্টি কথায় গলে যেয়ো না।
**দা-কুমড়া সম্বন্ধ** (নিদারুণ শত্রুতা): শ্বশুর-জামাইয়ের এখন একেবারে দা-কুমড়া সম্বন্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
**দায়সারা** (অনিচ্ছুকভাবে দায়িত্ব পালন): দায়সারা কাজ তা কখনোই ভালো হয় না।
**দিনকে রাত করা** (সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ করা): টাকার জোরে সবকিছু পারলেও দিনকে রাত করা যাবে না।
**দিনে দুপুরে ডাকাতি** (প্রকাশ্যে অন্যায় কাজ করা): বাজারে জিনিসপত্রের দাম দোকানদাররা যে হারে রাখছে, এ যেন দিনে দুপুরে ডাকাতির মতো অবস্থা। *[ঢা. বো. '০২; চ. বো. '০৯; রা. বো. '১০]*
**দিবাস্বপ্ন** (অলীক কল্পনা): বড়োলোকের মেয়েকে বিয়ে করবে এমন দিবাস্বপ্ন দেখা তোমাকে মানায় না।
**দিল্লি কা লাড্ডু** (যা পেলে অনুতাপ হয়, অথচ না পেলেও হতাশা আসে): সরকারি চাকরি হলো দিল্লিকা লাড্ডু, যখন পাইনি তখন মনে কী দুঃখই না ছিল কিন্তু পাওয়ার পর সততা বলতে কিছুই রইল না।
**দুই নৌকায় পা** (দোটানা): দুই নৌকায় **পা** দিয়েছ তো সর্বনাশ হবে, এক পক্ষ সমর্থন করো।
**দুকথা** (কড়া কথা): তাকে দিলাম দুকথা শুনিয়ে।
**দুকান কাটা** (নির্লজ্জ): দুকান কাটা লোকের পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব।

**দু-চোখের বিষ** (পরম শত্রু): তুমি আমার দু–চোখের বিষ, সামনে থেকে চলে যাও।
**দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা** (যত্ন করে শত্রু পোষা): যাকে এত কষ্টে বড়ো করেছ সেই তোমার অনিষ্ট করে, এতদিন দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছ।
**দুধে-আলতা রং** (রঙের ঔজ্জ্বল্য): মেয়েটার দুধে আলতা গায়ের রং, দেখলেই পাত্রপক্ষের পছন্দ হবে।
**দুধে-জলে মেশা** (অভিন্ন ভাব): ইমরান ও ইসহাকের মধ্যে একসময় তুমুল দ্বন্দ্ব থাকলেও এখন মনে হয় দুধে-জলে মিশে গেছে।
**দুধেভাতে থাকা** (সুখে থাকা): 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'
**দুধের ছেলে** (কচি): এমন দুধের ছেলেকে অনর্থক দোষ দিয়ো না।
**দুধের মাছি** (সুসময়ের বন্ধু): টাকাপয়সা হাতে থাকলে দুধের মাছির অভাব হয় না।
**দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো** (উৎকৃষ্ট বস্তুর স্বাদ নিকৃষ্ট বস্তু দিয়ে মেটানো): গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই বলে মোটরসাইকেল কিনলাম– দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো আর কি।
**দুমুখো সাপ** (দুই পক্ষের জন্যই ক্ষতিকারক): লোকটি আস্ত দুমুখো সাপ, তার কথা কেউ বিশ্বাস কোরো না।
**দুহাতে খরচ করা** (বেহিসাবি): হাতে টাকা পাওয়ামাত্র শাওন দুহাতে খরচ করা শুরু করল।
**দেঁতো হাসি** (কৃত্রিম হাসি): ওই দেঁতো হাসি দেখে আর যে–ই ভুলুক, আমি ভুলব না।
**দোটানায় পড়া** (উভয় সংকট): একই পদে আমার দুই মামা নির্বাচন করছে– কাকে যে ভোট দেবো, ভারি দোটানায় পড়েছি।
**দোহাই মানা** (নজির দেখানো): বিষ কোনো দোহাই মানল না, মৃত্যুঞ্জয়ের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল। *[চ. বো. '১১]*

## ধ

**ধকল সওয়া** (ধাক্কা সামলানো): সংসারে কত রকমের ধকল যে সইতে হয়, তার ইয়ত্তা নেই।
**ধড়িবাজ** (ধূর্ত, শঠ): ধড়িবাজ লোকের সঙ্গে বন্ধত্ব কোরো না, বিপদে পড়বে।
**ধড়ে প্রাণ আসা** (বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া): গণপিটুনি থেকে রক্ষা পেয়ে ছিনতাইকারীর যেন ধড়ে প্রাণ এলো।
**ধপাস করে** (হঠাৎ ধপ শব্দ করে): এসেই ধপাস করে বস্তাটা আমার সামনে নামিয়ে দিলো।
**ধরাকে সরা জ্ঞান করা** (সকলকে তুচ্ছ ভাবা): মোটা টাকা রোজগার করছ কিনা, তাই ধরাকে সরা জ্ঞান করো।
**ধরি মাছ না ছুঁই পানি** (কৌশলে কার্যোদ্ধার): এ ব্যাপারে আমার ভূমিকা হবে ধরি মাছ না ছুঁই পানি।
**ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির** (পরম ধার্মিক): তুমি যে কীরূপ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির তা আমার জানা আছে।
**ধর্মের ষাঁড়** (স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি): এতদিন তো ধর্মের ষাঁড় হয়েই কাটালে, এবার একটু সামাজিক হও।
**ধাঁ করে** (খুব দ্রুত, চট্ করে, এক মুহূর্তে): যাও, ধাঁ করে বইটা নিয়ে এসো।
**ধান ভানতে শিবের গীত** (অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা): ধান ভানতে শিবের গীত গেয়ো না, যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও।
**ধানাই-পানাই** (আবোলতাবোল): ধানাই–পানাই ছেড়ে এবার আসল কথা বলো।
**ধাপার মাঠ** (যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়): আমার বাগানটাকে কি ধাপার মাঠ পেয়েছো, যে এখানে সব ময়লা এনে জমা করছ?
**ধামাধরা** (তোষামোদকারী): ধামাধরা ব্যক্তিরা সমাজের জন্য ক্ষতিকর।
**ধিকিধিকি** (মৃদু আগুন জ্বলার ভাব): বুকের মধ্যে ধিকিধিকি করে দুঃখের আগুন জ্বলছে।
**ধুন্ধমার** (প্রচণ্ড প্রহার করা): চোরটাকে কয়জনে মিলে যেভাবে ধুন্ধমার মারল তা চোখে দেখা যায় না।
**ধোঁকায় পড়া** (কিংকর্তব্যবিমূঢ়): ভারি ধোঁকায় পড়লাম, এখন কী করি?
**ধোপদুরস্ত** (পরিপাটি): লেখাপড়া না জানলেও লোকটা সবসময় ধোপদুরস্ত থাকে।
**ধোপে টিকা** (যুক্তিসিদ্ধ): তোমার এই যুক্তি ধোপে টিকবে না।
**ধোলাই দেওয়া** (প্রচণ্ড মার দেওয়া): চোরটাকে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দাও।

## ন

**নকড়া-ছকড়া করা** (হেলাফেলা করা): নিশাতের মতো নকড়া-ছকড়া করার অভ্যাসটা তোমার মধ্যেও এসে গেছে দেখছি।

**নজর রাখা** (খোঁজখবর নেওয়া): অনুগ্রহ করে মেয়েটার প্রতি একটু নজর রাখবেন।
**নজর লাগা** (অশুভ দৃষ্টিতে পড়া): ছেলেটার এত অসুখ করছে কেন, কারও নজর লেগেছে কি?
**নদের চাঁদ** (সুন্দর অথচ অপদার্থ ব্যক্তি): তোমাকে দিয়ে এ কাজ হবে না– তুমি তো বাবা নদের চাঁদ।
**ননির পুতুল** (শ্রমবিমুখ): ছেলেটি একেবারে ননির পুতুল, একটু পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে ওঠে।
**নয়-ছয়** (অপচয়): রানার নয়–ছয়ের অভ্যাস আছে।
**নরক গুলজার** (নিন্দার্থে আড্ডা): ছাদে ছেলে-ছোকরাগুলো নরক গুলজার করছে।
**নরম-গরম** (মিঠেকড়া): কর্মচারীদের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হলে মালিককে নরমগরম কথা বলতে হয়।
**নস্যাৎ করা** (বাতিল করা): কর্মচারীদের সমস্ত দাবি তিনি নস্যাৎ করে দিলেন।
**নাককাটা** (নির্লজ, বেহায়া): নাককাটা বলেই অপমানিত হয়েও সে ওখানে বারবার যায়।
**নাক গলানো** (অনধিকার চর্চা): আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর চেষ্টা কোরো না।
**নাক সিঁটকানো** (অবজ্ঞা করা): ওর স্বভাবই সব বিষয়ে নাক সিঁটকানো।
**নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো** (নিশ্চিন্ত থাকা): ঘরে চাল-ডাল কিছুই নেই আর তুমি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছ, বলি খাবেটা কী?
**নাছোড়বান্দা** (ছাড়বার পাত্র নয় এমন): তোমার মতো এমন নাছোড়বান্দা লোক আমি জীবনে দেখিনি। *[চ. বো. '১১]*
**নাড়ি টেপা** (হাতুড়ে): নাড়ি টেপা ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে যেয়ো না।
**নাড়ি-নক্ষত্র** (সকল খবর): তার নাড়ি-নক্ষত্র সবই আমরা জানি।
**নাড়ির খবর** (আসল খবর): তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না, আমি তোমার নাড়ির খবর জানি।
**নাড়ির টান** (গভীর মমত্ববোধ): বিদেশে থাকলেও দেশের প্রতি মানুষের নাড়ির টান চিরন্তন।
**নাম ডোবানো** (সুনাম নষ্ট করা): মেয়েটি তার বংশের নাম ডুবিয়েছে।
**নালায়েক** (অক্ষম, অপদার্থ): এমন নালায়েক কর্মচারীকে দিয়ে কাজ চলে না।
**নিটোল** (নিখুঁত, সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি): স্বামী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে তার নিটোল সংসার।
**নিমক খাওয়া** (অন্যের সাহায্য গ্রহণ): যার নিমক খেয়েছ তার সাথেই নিমকহারামি করতে পারলে?
**নিমকহারাম** (অকৃতজ্ঞ): নিমকহারাম ব্যক্তিরা পশুর চেয়েও খারাপ।
**নিমরাজি** (প্রায় রাজি): এ কাজে তার কোনো মতই ছিল না, এখন নিমরাজি হয়েছে।
**নীলবর্ণ শৃগাল** (ছদ্মবেশী লোক): সোহাগ হলো নীলবর্ণ শৃগাল– ওর থেকে সাবধান।
**নুন আনতে পান্তা ফুরোয়** (অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা): আটজন ছেলেমেয়ে নিয়ে দেদার মিয়া ভীষণ সমস্যায় পড়েছে– একার রোজগারে তার সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।
**নেই আঁকড়া** (একগুঁয়ে): জিনাতের মতো নেই আঁকড়া মেয়ে আর দেখিনি বাবা।
**নেক নজরে থাকা** (অনুকূল দৃষ্টিতে থাকা): তোষামোদ করে রফিক সবসময়ই মালিকের নেক নজরে আছে।

## প

**পগারপার** (পলায়ন করা): বিপদ বুঝেই একেবারে সে পগারপার হয়ে গেল।
**পঞ্চমুখ** (প্রশংসামুখর হওয়া): সুমনা সবসময় তার স্বামীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। *[চ. বো. '০১]*
**পটোল তোলা** (মারা যাওয়া): আজ বাদে কাল পটোল তুলবে তবু এখনো মিথ্যে বলা ছাড়লে না।
**পথে আসা** (সংশোধন হওয়া): টিভিতে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান দেখে অনেক মাদকাসক্তই এখন পথে এসেছে।
**পথে বসা** (সর্বস্বান্ত হওয়া): আগে থেকে খেয়াল না রাখলে পথে বসতে হবে।
**পথের কাঁটা** (এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা): রহিম যে বন্ধু হয়ে সুযোগ বুঝে পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে– এ ধারণা বেলালের ছিল না।
**পদ্মপাতার জল** (ক্ষণস্থায়ী): মানুষের জীবন তো পদ্মপাতার জল।
**পরের ধনে পোদ্দারি** (পরের অর্থে বাহাদুরি): শ্বশুরের টাকায় চলছো, পরের ধনে পোদ্দারি আর কত দিন?
**পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা** (অন্যকে দিয়ে কাজ হাসিল করা): চালাক ব্যক্তিরা পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে চায়।

**পাঁচ কান হওয়া** (প্রচারিত হওয়া): কথাটা পাঁচ কান কোরো না।
**পাকা ধানে মই** (অনিষ্ট): কারও পাকা ধানে মই দিইনি, তবু কেন আমার এই ক্ষতি করলে।
**পাথরে পাঁচকিল** (সুখের সময়): সিজানের তো এখন পাথরে পাঁচকিল, চাকরিতে পরপর দুবার তার পদোন্নতি হয়েছে।
**পান থেকে চুন খসা** (সামান্য ত্রুটি): সংসারে পান থেকে চুন খসতে দিতে গিন্নি নারাজ।
**পা বাড়ানো** (অগ্রসর হওয়া): মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করেই পা বাড়িয়েছিল। *[য. বো. '০৮]*
**পায়াভারি** (অহংকার): ভালো চাকরি পেয়ে তার এখন পায়াভারি হয়েছে, মাটিতে যেন আর পা পড়ে না।
**পালের গোদা** (দলপতি): পুলিশ পালের গোদাকে ধরতে পারেনি, অন্যদের হাতে হাতকড়া পড়িয়েছে।
**পিঠে হাত বোলানো** (কৌশল প্রয়োগ): অনেক সময় চোখ না রাঙিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কাজ হয়।
**পুঁটি মাছের প্রাণ** (শক্তিহীন): তৃষার মতো এমন পুঁটি মাছের প্রাণ দিয়ে একাজ হবে না।
**পুকুর চুরি** (বড়ো রকমের চুরি): কর্মচারীরা পুকুর চুরি করে প্রতিষ্ঠানে লালবাতি জ্বালিয়েছে।
**পৃষ্ঠ প্রদর্শন** (পালানো): রণাঙ্গন থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা পরাজয়েরই নামান্তর। *[ঢা. বো. '০৯; রা. বো., সি. বো. '১০]*
**পেটের কথা** (মনের কথা): বড্ড কঠিন লোক, ওর পেটের কথা বের করা কি সহজ?
**পোয়াবারো** (পরম সৌভাগ্য): ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো মানুষ করে আজ লোকমান সাহেবের পোয়াবারো অবস্থা।

## ফ

**ফতুর হওয়া** (নিঃস্ব): জুয়া খেলতে খেলতে লোকটা ফতুর হয়ে গেল।
**ফতো নবাব** (নবাবি চালের দরিদ্র ব্যক্তি): দেখুন তো, এ ফতো নবাবকে দেখে কি বোঝার উপায় আছে যে, সে মাঝির ছেলে।
**ফপর দালালি** (অতিরিক্ত চালবাজি): সব ব্যাপারে তোমার এই ফপর দালালি সহ্য হয় না।
**ফাঁকফোকর** (দোষত্রুটি): আইনের ফাঁফফোকরের জন্য সন্ত্রাসীরা জামিনে খালাস পেয়ে যাচ্ছে।
**ফাঁকা আওয়াজ** (অন্তঃসারশূন্য বক্তব্য): তোমার এই ফাঁকা আওয়াজ কেউ গ্রাহ্যই করে না।
**ফাঁদে পা দেওয়া** (ষড়যন্ত্রে পড়া): না দেখে না বুঝে ফাঁদে পা দিয়েছ, এখন সামলাও।
**ফাকতা ওড়ানো** (ভাবনা–চিন্তা না করে নিশ্চিন্তে দিন কাটানো): ফাকতা ওড়ালেই কী হবে! কাজও তো করতে হবে।
**ফুটো পয়সার লড়াই** (সামান্য বিষয় নিয়ে বিবাদ): ফুটো পয়সার লড়াই নিয়ে থানা–পুলিশ করা উচিত নয়।
**ফুলবাবু** (বিলাসী): এমন ফুলবাবু সেজে ছাপাখানায় কাজ করা যায় না।
**ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া** (অল্পতেই ক্লান্ত হওয়া): তাকে কোনো বড়ো কাজের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক নয়, সে তো ফুলের ঘায়েই মূর্ছা যায়।
**ফেঁপে ওঠা** (হঠাৎ বিত্তবান হওয়া): চোরাচালানি করে কেউ কেউ রাতারাতি ফেঁপে উঠেছে।
**ফোঁপরা** (অকেজো): কী জিনিস দিয়েছ, এ তো একেবারে ফোঁপরা।
**ফোড়ন কাটা** (টিপ্পনী কাটা): তুমি সবার কথার মধ্যে এত ফোড়ন কাটো কেন বলো তো?
**ফোরটুয়েন্টি** (ধাপ্পাবাজ): ও ছেলেটা এক নম্বরের ফোরটুয়েন্টি, ওকে কাজের ভার দিয়ো না।
**ফ্যা ফ্যা করা** (অনর্থক ঘোরা): এমন ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ালে কি পরীক্ষায় পাশ হবে?

## ব

**বইয়ের পোকা** (খুব পড়ুয়া): সে বইয়ের পোকা, খেলাধুলার প্রতি তার মনোযোগ নেই।
**বকধার্মিক** (ভণ্ড সাধু): মুখে ধর্মের কথা বললেও লোকটা আসলে বকধার্মিক।
**বড়ো মুখ** (বড়ো আশা করা): আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না, বড়ো মুখ করে তোমার কাছে এসেছি।
**বর্ণচোরা** (কপট ব্যক্তি): লোকটি বর্ণচোরা, তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারা কি এতই সোজা?
**বসন্তের কোকিল** (সুসময়ের বন্ধ): তোমায় দিয়ে আমার কাজ হবে না, তুমি তো বসন্তের কোকিল।
**বাঁ হাতের ব্যাপার** (ঘুস গ্রহণ): এ অফিসের কর্মচারীরা বাঁ হাতের ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত।
**বাঘের দুধ/চোখ** (দুঃসাধ্য বস্তু): টাকা থাকলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। *[য. বো. '০৮]*

**বাঘের মাসি** (নির্ভীক): এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, যেন বাঘের মাসি।
**বাজিয়ে দেখা** (পরখ করা): সে ঘটনাটা জানে কি না একটু বাজিয়ে দেখতে হবে।
**বানরের গলায় মুক্তার মালা** (অপাত্রে ভালো জিনিস): নিরেট মূর্খ, কুৎসিত ছেলের ভাগ্যে সুন্দরী শিক্ষিতা বউ– এ যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা।
**বাপের ঠাকুর** (শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি): মোবারক সাহেব যেন তার বাপের ঠাকুর, তিনি যা বলেন তা-ই সে মেনে নেয়।
**বাপের বেটা** (সাহসী): শাবাশ! বাপের বেটার মতোই কাজটা করেছিস।
**বালির বাঁধ** (অস্থায়ী বস্তু): বড়োলোকের দয়ার ওপর ভরসা করা যায় না, সে তো বালির বাঁধ।
**বিড়াল তপস্বী** (ভণ্ড সাধু): অনেকেই বিড়াল তপস্বী সেজে মানুষের সর্বনাশ করে।
**বিদুরের খুদ** (সামান্য উপহার): বিদুরের খুদ দিয়ে কি সকলকে সন্তুষ্ট করা যায়?
**বিদ্যার জাহাজ** (মূর্খ বা অশিক্ষিত লোক): যে নিজে বিদ্যার জাহাজ, সে অন্যকে কী শেখাবে?
**বিনা মেঘে বজ্রপাত** (আকস্মিক বিপদ): পিতার মৃত্যু সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় তাকে হতভম্ব করেছিল।
**বিষদাঁত ভাঙা** (অনিষ্ট করার শক্তি নষ্ট করা): দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে।
**বিষনয়নে পড়া** (বিরাগভাজন হওয়া): অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সোহেল সন্ত্রাসীদের বিষনয়নে পড়েছে।
**বিষবৃক্ষ** (অনিষ্টকারী): জঙ্গিবাদের বিষবৃক্ষ দেশ থেকে এখনই উপড়ে ফেলতে হবে।
**বিষের পুঁটুলি** (বিদ্বেষী): তাদের দুজনে মোটেও বনিবনা নেই, একজন যেন আরেকজনের বিষের পুঁটুলি।
**বুকের পাটা** (সাহস): কার এমন বুকের পাটা, যে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়?
**বুকে লাগা** (মনে কষ্ট বা দুঃখ পাওয়া): কথাটা শুনে তার এমনভাবে বুকে লাগল, যে তাঁর মুখ থেকে কোনো কথা বের হলো না।
**বুদ্ধির ঢেঁকি** (নিরেট মূর্খ): ও যা বুদ্ধির ঢেঁকি, ওর ওপর নির্ভর করা যায় না।
**বেগার ঠেলা** (অনিচ্ছায় অলাভজনক কাজ করা): হাতে কাজ নেই তাই বেগার ঠেলছি।
**ব্যাঙের আধুলি** (সামান্য সম্পদ): এই সামান্য কটা টাকা ব্যাঙের আধুলি আর কি।
**ব্যাঙের সর্দি** (অসম্ভব ঘটনা): নরেশ বাবু টাকা দান করেছেন, এ ব্যাঙের সর্দি ছাড়া আর কী।

## ভ

**ভদ্রতার বালাই** (সাধারণ সৌজন্যবোধ): লোকটি ধনী হলেও তার মধ্যে ভদ্রতার বালাই নেই। *[ব. বো. '০৮; চ. বো., দি. বো. '০৯]*
**ভরাডুবি** (সর্বনাশ): আমি কারও ভরাডুবি করিনি, যে সবাই আমার বিরুদ্ধে লেগেছে।
**ভাঁড়ে মা ভবানী** (ভান্ডার শূন্য): তোমাকে টাকা ধার দেবো কোথা থেকে? আমারও যে ভাঁড়ে মা ভবানী।
**ভানুমতির খেল** (কুহক বিদ্যা): বাজিকর এমন ভানমুতির খেল দেখাল, যে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম।
**ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া** (বিনামূল্যে যা পাওয়া যায় তা-ই লাভ): রিলিফের মাল আর কত ভালো হবে– ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া।
**ভিজে বিড়াল** (কপটচারী): সমাজের ভিজে বিড়ালদের সহজে চেনা যায় না।
**ভিটায় ঘুঘু চরানো** (সর্বস্বান্ত করা): একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দালালেরা আমাদের ভিটায় ঘুঘু চরিয়েছিল।
**ভুঁইফোঁড়** (হঠাৎ বড়োলোক): মানুষ সচেতন হলে ভুঁইফোঁড়দের দাপট না কমে পারে না।
**ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ** (বাজে কাজে অর্থ ব্যয় করা): সুদ খেয়ে বড়োলোক হলে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করতে কষ্ট লাগে না।
**ভূতের বেগার** (অনর্থক পরিশ্রম করা): সারাদিন এই যে ভূতের বেগার খাটছি এতে কী লাভ হচ্ছে?
**ভূশণ্ডির কাক** (দীর্ঘজীবী): স্ত্রী, পুত্র, কন্যা– সবার মৃত্যুর পরও বৃদ্ধ ভূশণ্ডির কাকের মতো বেঁচে আছে।
**ভেক ধরা** (ভান করা): সাধুর ভেক ধরলেই সাধু হওয়া যায় না, তার জন্য সত্যের সাধনা চাই।
**ভেরেন্ডা ভাজা** (অকাজ): কাজ নেই বলে বাড়িতে বসে ভেরেন্ডা ভাজবে নাকি?

## ম

**মগজদৌড়ানো** (বুদ্ধি শানানো): মগজদৌড়ানো না হলে মানচিত্র আঁকা সম্ভব নয়। *[চ. বো. '০১]*

**মগের মুল্লুক** (অরাজক দেশ): মগের মুল্লুক পেয়েছে, যার যা খুশি তাই করবে? *[ঢা. বো., চ. বো. '০৯; রা. বো. '০৬]*

**মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা** (দুর্বলের ওপর অত্যাচার): এই বর্ষার দিনে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ করা মানে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

**মন না মতি** (অস্থির মানব মন): মানুষের মন তো বদলেই থাকে, কথায় বলে– মন না মতি।

**মনিকাঞ্চন যোগ** (উপযুক্ত মিলন): যেমন বর, তেমনি কনে– একেবারে মনিকাঞ্চন যোগ।

**মনে লাগা** (পছন্দ হওয়া): ত্বকের যত্নে ডাক্তারের উপদেশ আমার বেশ মনে লেগেছে।

**মাকাল ফল** (অন্তঃসারশূন্য): দেখতে ধোপদুরস্ত হলেও ওর পেটে এক ফোটাও বিদ্যে নেই, আসলে ও একটা মাকাল ফল।

**মাছিমারা কেরানি** (বুদ্ধি-বিবেচনাহীন নকলনবিশ): তার মতো মাছিমারা কেরানি দিয়ে কোনো কাজ হয় না।

**মাছের মায়ের পুত্রশোক** (কপট বেদনাবোধ): নিজের পুত্রের মৃত্যুতে এক ফোঁটা চোখের পানি পড়ল না, এ যে মাছের মায়ের পুত্রশোক।

**মাটির মানুষ** (সহজ-সরল ব্যক্তি): বাবা যেন মাটির মানুষ, তাঁর শত্রু আছে কোথায়।

**মাঠে মারা যাওয়া** (সমূলে নষ্ট হওয়া): ষড়যন্ত্রকারীদের সমস্ত ষড়যন্ত্র শেষ পর্যন্ত মাঠে মারা গেল।

**মাথা কাটা যাওয়া** (অপমানিত হওয়া): মেয়ের অপকর্মের জন্য বাবার মাথা কাটা গেল।

**মাথা খাওয়া** (নষ্ট করা): আদর দিয়ে দিয়ে মা ছেলেটির মাথা খেয়েছে।

**মাথা হেঁট করা** (অপমানে নিচু হয়ে চলা): মাদকাসক্ত ছেলেটার কারণে করিম শেখকে সমাজে মাথা হেঁট করে চলতে হচ্ছে। *[রা. বো. '১০; চ. বো. '১১]*

**মাথায় ওঠা** (অবাধ্য হওয়া): অতি আদরে ছেলেটা মাথায় উঠেছে, এখন থেকে শাসন না করলে উচ্ছন্নে যাবে।

**মাথার দিব্যি** (শপথ দেওয়া): আমার মাথার দিব্যি রইল তুমি আর কোনোদিন অন্যায় কাজ করবে না।

**মানিকজোড়** (অভিন্ন হৃদয়): দুই বন্ধ সবকিছুতেই একাত্ম– যেন মানিকজোড়।

**মান্ধাতার আমল** (অতি প্রাচীনকাল): আমাদের দেশে প্রচলিত মান্ধাতার আমলের কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

**মামাবাড়ির আবদার** (চাইলেই পাওয়া যায় এমন): গতকাল ১০০ টাকা নিলে, আজ আবার ২০০ টাকা চাইছ– এ কি মামাবাড়ির আবদার নাকি।

**মিছরির ছুরি** (মুখে মধু অন্তরে বিষ): শুনতে মধুর হলেও তার কথাগুলো মিছরির ছুরির মতো অন্তরকে বিদ্ধ করে।

**মুখ তুলে চাওয়া** (প্রসন্ন হওয়া): সৃষ্টিকর্তা এতদিনে আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।

**মুখ রাখা** (মান রাখা): শিক্ষক বললেন, পরীক্ষায় এ প্লাস পেয়ে ছাত্রটি আমার মুখ রেখেছে।

**মুখে চুনকালি দেওয়া** (কলঙ্ক দেওয়া): চরিত্রহীন ছেলেটা বংশের মুখে চুনকালি দিয়েছে।

**মুখে ফুলচন্দন পড়া** (সুসংবাদের জন্য ধন্যবাদ): সুসংবাদটা তুমিই প্রথম দিয়েছ, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

**মুখে মধু অন্তরে বিষ** (বাইরে বন্ধুত্ব হলেও অন্তরে শত্রুতা): ওর কথা কখনো বিশ্বাস কোরো না, কারণ ওর মুখে মধু অন্তরে বিষ।

**মুঘলাই কায়দা** (উন্নত পদ্ধতি): খান সাহেবের বিয়েতে মুঘলাই কায়দায় তৈরি খাবার খেয়ে সবাই তুষ্ট। *[ব. বো. '০৮; সি. বো. '১০]*

**মেঘ না চাইতে বৃষ্টি** (আশার অতিরিক্ত পাওয়া): সাতসকালে তোমার দেখা পেলাম, এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

**মোদ্দা কথা** (খাঁটি কথা): মোদ্দা কথা হলো নৈতিকতা বিবর্জিত রাজনীতিতে দেশের উন্নয়ন হতে পারে না। *[য. বো. '০৮]*

**মোমের পুতুল** (শ্রমকাতর): তোমার মতো মোমের পুতুলের পক্ষে এত ভারী কাজ করা সম্ভব নয়।

**ম্যাও ধরা** (কষ্টকর কাজ, দায়িত্ব গ্রহণ): বড়ো বড়ো কথা সবাই বললেও এখন ম্যাও ধরার কেউ নেই।

## য

**যক্ষের ধন** (কৃপণের কড়ি): যক্ষের ধনের মতো সে তার টাকাপয়সা আগলে রেখেছে, এক পয়সাও দান করে না।

**যজ্ঞের ঘোড়া** (অসহায় ব্যক্তি): দায়ে পড়ে গণেশ এখন যজ্ঞের ঘোড়া হয়ে গেছে।

**যত গর্জে তত বর্ষে না** (আড়ম্বরের অনুপাতে ফল সামান্য): হেডমাস্টার সাহেব অল্পতেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন ঠিকই, কিন্তু ছেলেদের ওপর হাত তোলেন না, আসলে যত গর্জে তত বর্ষে না।

**যৎপরনাস্তি** (অত্যন্ত): রিফাত যৎপরনাস্তি চেষ্টা করেও পরীক্ষায় এ প্লাস পায়নি।

**যবনিকা পতন** (শেষ): মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এদেশে পাকিস্তানি শাসনের যবনিকা পতন হয়েছে।

**যম-যন্ত্রণা** (মৃত্যুযন্ত্রণা): যুবক ছেলেটাকে হারিয়ে বৃদ্ধ পিতা যেন যম-যন্ত্রণা ভোগ করছেন।
**যমের অরুচি** (যা সহজে মরে না): বুড়োটার ওপর যেন যমেরও অরুচি ধরেছে।
**যমের দোসর** (ভয়ানক লোক) : অসহায়ের পেটে লাথি মারাই তার কাজ– লোকটা একেবারে যমের দোসর।
**যার জ্বালা সেই জানে** (কেবল ভুক্তভোগীই দুঃখ বুঝে): এ জগৎ সংসারে কারও দুঃখ কেউ বুঝতে চায় না, কেবল যার জ্বালা সেই জানে।
**যো হুকুমের দল** (চাটুকারের দল): যো হুকুমের দল সিরাজ সাহেবকে যা বোঝায় তিনি তা-ই বোঝেন।

## র

**রকমফের** (বৈচিত্র্য): সব কবিতা একইরকম হবে কেন, কবিতাতে তো রকমফের থাকবেই।
**রকমসকম** (চালচলন): মেয়েটার রকমসকম ভালো মনে হচ্ছে না, তাকে চোখে চোখে রাখা উচিত।
**রক্ত অক্ষরে লেখা** (সংগ্রামের ইতিহাস হয়ে থাকা): মুক্তিযোদ্ধাদের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে।
**রক্তের টান** (সম্পর্কের আকর্ষণ): প্রত্যেক মানুষেরই আপনজনের প্রতি রক্তের টান আছে।
**রগচটা** (যে অল্পতে রেগে যায়): রগচটা লোকের সুনাম নেই।
**রশি আলগা করা** (শাসন না করা): ছেলের রশি আলগা করায় বাবার ভীষণ বিপদ দেখা দিয়েছে।
**রসাতলে গমন** (গোল্লায় যাওয়া): ভালো মেধা থাকা সত্ত্বেও অসৎসঙ্গে ছেলেটা রসাতলে গিয়েছে। *[ব. বো. '০৮; সি. বো. '১০]*
**রাই কুড়িয়ে বেল** (অল্প অল্প সঞ্চয়ে প্রচুর অর্থ জমানো): যারা মিতব্যয়ী তারাই রাই কুড়িয়ে বেল করতে পারে।
**রাঘববোয়াল** (সর্বগ্রাসী ক্ষমতাসীন ব্যক্তি): সমাজপতিরা রাঘববোয়াল হয়ে গরিবের সর্বনাশ করে।
**রাঙামুলো** (সুদর্শন কিন্তু গুণহীন): অমন রাঙামুলো দিয়ে কাজ হবে না, যোগ্য লোক এনে দাও।
**রাজযোটক** (চমৎকার মিল): পাত্র-পাত্রী দুজনেই রূপে-গুণে অপূর্ব– একেই বলে রাজযোটক।
**রাজা-উজির মারা** (অর্থহীন গল্প): কাজ নেই, তাই বসে বসে রাজা-উজির মারছি।
**রাতকে দিন করা** (অসম্ভবকে সম্ভব করা): লতিফের সাহায্য নিয়ে দেখতে পারো, ও কিন্তু রাতকে দিন করতে পারে।
**রাবণের গুষ্টি** (বৃহৎ পরিবার): রাবণের গুষ্টিকে দেখে সাদেকের বেজায় রাগ হলো।
**রাবণের চিতা** (চির অশান্তি): আমার মনের মধ্যে যে রাবণের চিতা জ্বলছে তার খবর কে রাখে?
**রায়বাঘিনি** (নির্মম প্রকৃতির রমণী): শুধু বউদের দোষ কেন দিচ্ছ, এদেশে রায়বাঘিনি শাশুড়ির কি অভাব আছে?
**রাশভারি** (গম্ভীর প্রকৃতির): আমাদের বড়ো সাহেব খুব রাশভারি লোক, তাঁর সাথে বুঝেসুঝে কথা বলবে।
**রাহুর দশা** (দুঃসময়): ভেবো না, এই রাহুর দশা একসময় কেটে যাবেই।
**রুইকাতলা** (পদস্থ বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি): দেশের সুযোগ-সুবিধা রুইকাতলারাই বেশি ভোগ করে।

## ল

**লঙ্কা ভাগ** (কোনো বাঞ্ছিত জিনিস হস্তগত হওয়ার আগেই তা উপভোগের চিন্তায় মশগুল হওয়া): সরকারি অনুদান হাতে আসার আগেই খরচের পায়তারা– একেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ। *[য. বো. '০৮]*
**লক্ষ্মীর বরযাত্রী** (সুসময়ের বন্ধু): যখন কার্তিকের টাকাপয়সা ছিল তখন তার লক্ষ্মীর বরযাত্রীর অভাব ছিল না।
**লগন চাঁদ** (ভাগ্যবান): যা চাও, তা-ই পাও– তুমি একটা লগন চাঁদ বটে।
**লঙ্কাকাণ্ড** (হুলস্থূল অবস্থা): সামান্য বিষয় নিয়ে এমন লঙ্কাকাণ্ড বাধাচ্ছ কেন?
**লক্কা পায়রা** (ফুলবাবু): তুমি কি শুধু লক্কা পায়রা হয়ে ঘুরে বেড়াবে, না কাজের কাজ কিছু করবে?
**লম্বা দেওয়া** (পালিয়ে যাওয়া): পুলিশ আসতে বিলম্ব হওয়ায় চোরটি লম্বা দিয়েছে।
**ললাটের লিখন** (বিধির বিধান): ললাটের লিখন কখনো খণ্ডানো যায় না।
**লাই দেওয়া** (প্রশ্রয় দেওয়া): বেশি লাই দিয়ে ছেলেকে মাথায় তুলো না, পরিণাম ভালো হবে না।
**লাখ পঁচাশি** (দম্ভ, অত্যুক্তি): সাব্বিরের কোনো কথায় বিশ্বাস নেই, ওর সব কথা লাখ পঁচাশি বইকি।
**লাজের মাথা খাওয়া** (নির্লজ্জ হওয়া): তুমি লাজের মাথা খেয়ে এমন কাজটা কী করে করলে?
**লাটে ওঠা** (সর্বনাশ হওয়া): তুমি যেভাবে বাকি দিতে শুরু করেছ, তোমার ব্যাবসা এবার লাটে উঠবে।

**লালবাতি জ্বালানো** (ধ্বংস হওয়া): যুদ্ধের ডামাডোলে পড়ে কত লোকের ব্যবসায় যে লালবাতি জ্বলেছে তার শেষ নেই।
**লুফে নেওয়া** (অতি আগ্রহে গ্রহণ করা): দীর্ঘ বেকারত্বের কারণে চাকরির প্রস্তাবটা সজল যেন লুফে নিল।
**লেজ গোটানো** (পালানো): এলাকাবাসী প্রতিবাদ করায় সন্ত্রাসীরা লেজ গুটিয়ে চলে গেল।
**লেজেগোবরে** (ভীষণ এলোমেলো): এ হিসাব মিলানো যাবে না, একেবারে লেজেগোবরে করে ফেলেছ।
**লেজে পা পড়া** (স্বার্থে আঘাত লাগা): এতদিন অন্যের ক্ষতি করে বেড়িয়েছ, এখন বুঝি নিজের লেজে পা পড়েছে।
**লেফাফাদুরস্ত** (বাইরে ঠাট বাজায় রেখে চলেন যিনি): এই লেফাফাদুরস্ত লোকটিকে দেখে কি মনে হয় যে, ইনি কপর্দকশূন্য?

## শ

**শ-কার ব-কার করা** (অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করা): শিক্ষিত লোকদের শ-কার ব-কার করা মানায় না।
**শকুনি মামা** (কুচক্রী): সাবধানে থেকো, শকুনি মামা কিন্তু তোমার পেছনে লেগেছে।
**শনির দৃষ্টি** (কুদৃষ্টি): নিশ্চয়ই তোমার ওপর শনির দৃষ্টি পড়েছে, নাহলে একটার পর একটা বিপদ আসবে কেন?
**শরতের শিশির** (ক্ষণস্থায়ী): জীবনটা শরতের শিশিরের মতো।
**শাঁখের করাত** (উভয় সংকট): সত্য কথা বললে বাবার ক্ষতি আবার মিথ্যা কথা বললে মায়ের ক্ষতি, আমার হয়েছে শাঁখের করাত অবস্থা।
**শাক দিয়ে মাছ ঢাকা** (বড়ো অপরাধ সহজে ঢাকা): চুরিটা বড়ো বউই করেছে সেকথা সবাই জানে, এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে আর কী হবে?
**শান্তিপুরে নৌকতা** (মৌখিক ভদ্রতা): শান্তিপুরে নৌকতা জ্ঞানটুকু প্রত্যেকেরই থাকা উচিত।
**শাপে বর** (অনিষ্টে ইষ্ট লাভ): আমাকে ফেলে যাওয়ায় আমার রোজগার হলো হাজার টাকা– একেই বলে শাপে বর।
**শিকায় তোলা** (স্থগিত রাখা): তোমার ওইসব মান্ধাতা আমলের ধ্যানধারণাগুলো শিকায় তুলে রাখো। *[চ. বো. '০১]*
**শিবরাত্রির সলতে** (একমাত্র সন্তান): ফ্লোরা বাবা–মার শিবরাত্রির সলতে।
**শিরে সংক্রান্তি** (আসন্ন বিপদ): আমার এখন শিরে সংক্রান্তি, এ সময়ে টাকা ধার চেয়ে লজ্জা দিয়ো না।
**শ্যাম রাখি না কুল রাখি** (উভয় সংকট): বইটা রমিজ এবং শুভ দুজনেই চেয়েছে– এখন আমি শ্যাম রাখি না কুল রাখি।
**শ্রীঘর** (কারাগার): এরকম ঘুস খেলে শেষ পর্যন্ত তোমাকে শ্রীঘরে যেতে হবে।

## ষ

**ষণ্ডামক** (একগুঁয়ে প্রকৃতির): দেশে আর লোক পেলে না, একটা ষণ্ডামর্ক ছেলেকে বিয়ে করলে– দুদিন পর টের পাবে।
**ষাঁড়ের গোবর** (অপদার্থ): তোমার মতো ষাঁড়ের গোবরকে দিয়ে তো ভাই ব্যাবসা চলে না।
**ষাটের কোলে** (অধিক বয়স): শীতলবাবু ষাটের কোলে পা দিয়েছেন, অথচ এখনো রঙ্গরস ত্যাগ করেননি।
**ষোলো আনা** (সম্পূর্ণ): তুমি দেখছি স্বার্থের ব্যাপারে ষোলো আনা, পরকে দেওয়ার নাম নেই।
**ষোলোকড়াই কানা** (সবই বিফল): ছেলেটার পেছনে এত পয়সা খরচ করলাম মানুষ করার জন্য, এখন দেখছি ষোলোকড়াই কানা।
**ষোলোকলা পূর্ণ** (সম্পূর্ণ): সবাই এসেছে একমাত্র বাকি ছিলে তুমি, এখন তুমি আসায় ষোলোকলা পূর্ণ হলো।

## স

**সবুরে মেওয়া ফলে** (ধৈর্যলব্ধ সুফল): এত অধৈর্য হলে চলে না, জানো তো– সবুরে মেওয়া ফলে।
**সরস্বতীর বরপুত্র** (বিদ্বান): সরস্বতীর বরপুত্ররা দেশ ও জাতির গৌরব।
**সর্ষেফুল দেখা** (অন্ধকার দেখা): নদীভাঙনে বসতভিটা হারিয়ে চেরাগ আলী চোখে সর্ষেফুল দেখতে লাগল।
**সস্তার তিন অবস্থা** (কম দামের জিনিস প্রায়ই খারাপ হয়): কম দামে ঘড়িটা কিনে ভেবেছিলাম জিতেছি কিন্তু দুমাসেই নষ্ট হয়ে গেল– যাকে বলে সস্তার তিন অবস্থা।
**সাক্ষীগোপাল** (নিষ্ক্রিয় দর্শক): সাক্ষীগোপালদের দ্বারা কোনো কালেই কোনো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয়নি।
**সাতখুন মাফ** (গুরুতর অপরাধেও অব্যাহতি): হৃদয়ের মামা মন্ত্রী হওয়ায় তার সাতখুন মাফ।
**সাত জন্ম** (কখনো): আপনার মতো হাড়কিপটে লোক আমি সাত জন্মেও দেখিনি।

**সাতপাঁচ** (নানা রকম চিন্তা): কোনো কাজ নেই তাই সাতপাঁচ ভাবছি।
**সাতেও নেই পাঁচেও নেই** (নির্লিপ্ত): কুসুমের মতো মেয়ে আজকাল খুঁজে পাওয়া ভার, সে কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই।
**সাপে-নেউলে** (ভীষণ শত্রুতা): সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের মাঝে এখন সাপে-নেউলে সম্পর্ক যাচ্ছে।
**সাপের পাঁচ পা দেখা** (অহংকারী হওয়া): ব্যবসায় উন্নতি করে সাপের পাঁচ পা দেখেছ নাকি?
**সিঁদুরে মেঘ** (অল্পতে ভয়): ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।
**সুখের পায়রা** (সুসময়ের বন্ধু) : অর্থ-সম্পদ শেষ হয়ে গেলে সুখের পায়রাদের দেখা মেলে না।
**সেয়ানে সেয়ানে** (দুই সমান প্রতিদ্বন্দ্বী): দুজনার মধ্যে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই চলছে, দেখা যাক ফল কী দাঁড়ায়।
**সোনায় সোহাগা** (উপযুক্ত মিলন): যেমন বর, তেমন কনে; একেই তো বলে সোনায় সোহাগা।
**সোনার পাথর বাটি** (অসম্ভব বস্তু): গল্পের সোনার পাথর বাটি কেউ বাস্তবে দেখেনি।
**স্বখাতসলিল** (আপন কৃতকর্মের ফল): উড়নচণ্ডীর হাতে কন্যা দিয়ে তাঁর স্বখাতসলিল ঘটল।
**স্বর্গ হাতে পাওয়া** (অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্লভ জিনিস লাভ করা): স্টুডেন্ট লটারি জিতে আবির আমেরিকায় পড়তে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছে।
**স্বর্গে তোলা** (অত্যধিক প্রশংসা করা): আমি অনর্থক কাউকে স্বর্গে তুলতে পছন্দ করি না।

## হ

**হচ্ছে হবে** (দীর্ঘসূত্রিতা): আজকাল বহু সরকারি অফিসে হচ্ছে হবে বলে অনেক ফাইল আটকে রাখা হয়।
**হযবরল** (বিশৃঙ্খল): অনুষ্ঠানের হযবরল অবস্থা দেখে আমি চলে এসেছি।
**হরিলুট** (অপচয়): পরের টাকা পেলে হরিলুট করা যায়।
**হরিষে বিষাদ** (আনন্দের মাঝে নিরানন্দ): ছেলে এমএ পাশ করেছে শুনে সকলেই আনন্দিত কিন্তু, পরক্ষণেই খবর এলো সড়ক দুর্ঘটনায় ছেলে মারা গেছে, এ যেন হরিষে বিষাদ।
**হস্তীমূর্খ** (নিরেট মূর্খ): শিক্ষকের ছেলে যে এমন হস্তীমূর্খ হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না।
**হাঁটুর বয়স** (নিতান্ত শিশু): সমান সমান না হলে হাঁটুর বয়সিদের সঙ্গে কি খেলা জমে?
**হাটে হাঁড়ি ভাঙা** (গোপন কথা প্রকাশ করা): আমাকে ঘাঁটিও না বলছি, তাহলে আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবো।
**হাড় জুড়ানো** (স্বস্তি লাভ করা): করিম সাহেব সকল ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ায় তার হাড় জুড়িয়েছে। *[য. বো. '০৮]*
**হাড়হদ্দ** (সবকিছু): তোমার হাড়হদ্দ আমার জানা আছে।
**হাড়হাভাতে** (হতভাগ্য): একেবারে হাড়হাভাতে ছেলে, এর কিছু হবে না।
**হাড়ে দূর্বা গজানো** (অত্যন্ত অলস): বসে বসে খেলে তো হাড়ে দূর্বা গজাবেই।
**হাড়ে হাড়ে** (গভীরভাবে): তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।
**হাতটান** (চুরির অভ্যাস): দামি জিনিসপত্র সাবধানে রেখো– ছেলেটার হাতটানের দোষ আছে।
**হাত দিয়ে জল গলে না** (একেবারে কৃপণ): মনোরঞ্জনের হাত দিয়ে জল গলে না, তার কাছে কিছু আশা কোরো না।
**হাত ধুয়ে বসা** (নিশ্চিন্ত বোধ করা): মাসের বেতন পেলে হাত ধুয়ে বসে থাকো, কিন্তু এ টাকায় কি সংসার চলে?
**হাত পাকানো** (দক্ষতা অর্জন): সোনিয়া ছবি এঁকে হাত পাকাচ্ছে।
**হাতভারী** (ব্যয়কুণ্ঠ): এমন হাতভারী লোকের কাছে চাঁদা চেয়ে লাভ নেই।
**হাতির খোরাক** (বেশি খাবার): সঞ্চয় আর কী করব, সংসারের হাতির খোরাক জোগাতেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে।
**হাতুড়ে বদ্যি** (আনাড়ি চিকিৎসক): হাতুড়ে বদ্যির হাতে পড়ে রোগীর জীবন যায় যায় অবস্থা।
**হাতে-কলমে** (ব্যাবহারিকভাবে): হাতে-কলমে শিক্ষাই হলো প্রকৃত শিক্ষা।
**হাতেখড়ি** (শুরু): আমার শিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছে আমার মায়ের কাছে।
**হাতেনাতে ধরা** (অপরাধ করার সময় ধরা): চোরটি হাতেনাতে ধরা পড়ল।
**হাতের পাঁচ** (শেষ সম্বল): এ কয়টি টাকা আমার হাতের পাঁচ, আমি তোমাকে কী করে দিই?
**হাল ছেড়ে দেওয়া** (হতাশ হয়ে চেষ্টা থেকে বিরত থাকা): এবার পারোনি বলেই হাল ছেড়ে দিয়ো না; চেষ্টা করো, অবশ্যই সফল হবে।

**হাল ধরা** (দায়িত্ব গ্রহণ): আগে সংসারের হাল ধরো, দেখবে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে গেছে।
**হালে পানি পাওয়া** (সুবিধা করা): ব্যবসায় অনেক চেষ্টাই তো করলাম, কিন্তু হালে পানি পেলাম না।
**হিতে বিপরীত** (উলটো ফল): তার উপকার করতে গিয়ে এমন হিতে বিপরীত হবে বুঝতে পারিনি।
**হিমশিম খাওয়া** (কষ্ট পাওয়া): সাতজনের সংসার একা চালাতে ফারুক হিমশিম খাচ্ছে।
**হীরের টুকরো** (অতি মূল্যবান): রহমান সাহেবের ছেলেগুলো এক একটি হীরের টুকরো– লেখাপড়ায় সবাই ভালো।
**হেঁড়ে গলা** (কর্কশ কণ্ঠস্বর): হেঁড়ে গলায় গান শুনে শ্রোতারা পালালো।
**হোমরাচোমরা** (প্রভাবশালী ব্যক্তি): শীতল বাবুর চালচলনে তাকে হোমরাচোমরা বলেই মনে হয়।

SINCE - 1993 NABARUN PUBLICATION